

নিউইয়র্কে ছুটির মৌসুম
স্ক্যামার হতে সাবধান হওয়ার পরামর্শ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: থ্যাঙ্কসগিভিং এবং সাইবার মানডে উপলক্ষে নিউইয়র্কে চলছে ছুটির মৌসুম। এসময় নাগরিকদের সাইবার স্ক্যাম নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান

বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে হাজার ডলারে বাসা ভাড়া!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে ১ হাজার ডলার বা তার কম মূল্যের বাসা ভাড়ার সুযোগ দিচ্ছে এনওয়াইসি হাউজিং কানেক্ট। সংস্থাটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে বর্তমানে এনওয়াইসি হাউজিং কানেক্টের আওতাধীন ১১টি ভবনে ১ হাজার বা তার কম মূল্যের বাসা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন, ব্রঙ্কস, স্টেটেন আইল্যান্ড, ব্রুকলিন, কুইন্সে এনওয়াইসি হাউজিং কানেক্টের ভবনগুলোতে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানান, নিউইয়র্কের সকল স্তরের বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই এমন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আগ্রহীদের ওয়েবসাইট থেকে পছন্দনীয় ইউনিটের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছে কর্মকর্তারা।

The Weekly Bangla Patrika
সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১১ ॥ সোমবার অগ্রহায়ণ ১৭ ১৪৩১ ॥ জমাদিউল আউয়াল ২৯, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 11 / December 2, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

গণ-ডিপোর্টেশন: কঠোর পরিণতি হবে বাঁধা প্রদানকারীদের!

টম হোম্যানের সতর্ক বার্তা

- গণ-নির্বাসন মেনে নেবেন না ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টন
- জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিধারীদের প্রথম ধাপে গণ-নির্বাসন
- গণ-নির্বাসনে সহায়তায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে শেরিফদের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যারা গণ-ডিপোর্টেশনে বাঁধা দিবেন, তাদের কঠোর পরিণতির হবে বলে জানিয়েছেন নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্ডার জার খ্যাত টম হোম্যান। টেক্সাসের ঈগল পাসে সীমান্ত পরিদর্শনের সময়, এ কথা বলেন তিনি। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিধারীদের প্রথম ধাপে গণ-ডিপোর্টেশন করা হবে বলে জানান হোম্যান। এদিকে গণ-নির্বাসনে সহায়তায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে শেরিফদের।

যারা অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে তাদের পরিকল্পিত গণ নির্বাসন থেকে বাধা দেয়ার হুমকি দিচ্ছে -তাদের উদ্দেশ্যে হোম্যান বলেছেন, তাদের নিয়ে যেনো কোনো পরীক্ষা না করা হয় "। এ সময় তার সাথে ছিলেন টেক্সাসের গভর্ণর গ্রেগ অ্যাবট। বাঁধাদানকারীদের উদ্দেশ্যে হোম্যান বলেছেন, "যদি আমরা এটি না করি, তাহলে বিকল্প কি? কারণ আপনি যদি তাদের থাকতে দেন তবে আপনি কখনই সীমান্ত ঠিক করতে পারবেন না। তিনি বলেছেন, তারা কি বাকি বিশ্বের কাছে একটি বার্তা পাঠাতে যাচ্ছে? এ দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করা যায়, যা একটি অপরাধ। যদি এ ধরনের ইচ্ছা কেউ পোষণ করে থাকেন, তাহলে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হবে না বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি।

জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিধারীদের প্রথম ধাপে গণ-ডিপোর্টেশন করা হবে

এদিকে জন নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিধারীদের প্রথম ধাপে গণ-ডিপোর্টেশন করা হবে বলে জানিয়েছেন টম হোম্যান। বাসে করে স্যাংকচুয়ারী সিটি থেকে গণডিপোর্টেশনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত বলেও জানিয়েছেন এক্ষেত্রে নিউইয়র্ক, টেক্সাসের মতো স্যাংকচুয়ারী সিটিগুলোকে সহায়তা করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর ভাষ্যমতে গণডিপোর্টেশনের প্রথম পরিকল্পনায় পাবলিক ও জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিধারীদের প্রথম ধাপে গণ-ডিপোর্টেশন করা হবে। টেক্সাস অভিবাসী বাসগুলিকে র‍্যাম্প করার পরিকল্পনার দিকে নজর দিচ্ছে।

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

নভেম্বরে দেশের ৯ ব্যাংক কোন রেমিট্যান্স পায়নি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সদ্যসমাপ্ত নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে বৈধপথে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রায় ২২০ কোটি (২.২০ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তবে নভেম্বর মাসে প্রায় রেকর্ড রেমিট্যান্সপ্রবাহেও ৯টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স পাঠাননি

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

মানুষের টাকা যেভাবে লুট করেছে তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো

প্রধান উপদেষ্টা

গত ১৫ বছরে ২৪০ বিলিয়ন ডলার পাচার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিদেশে পাচারের তথ্য উঠে এসেছে শ্বেতপত্রে। সেই হিসেবে গত ১৫ বছরে পাচার হয়েছে ২৪০ বিলিয়ন বা দুই লাখ ৪০ হাজার কোটি ইউএস ডলার।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

বৃষ্টি দমাতে পারেনি 'থ্যাঙ্কসগিভিং ডে'র বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাস

নিউইয়র্কে প্যারেডে লাখো মানুষের ঢল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে'র ৯৮ তম বার্ষিকীকে ঘিরে অনেকেই আগে থেকেই নিউইয়র্কের বাসিন্দারা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। তবে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাস একটুও দমাতে পারেনি সেই বৃষ্টি। সকাল থেকে ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে জড়ো হতে থাকেন তরুণ-তরুণী-নারী-পুরুষ ও শিশুরা। প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও নিউইয়র্কবাসীর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে'র আনন্দে ভাটা পড়েনি বিন্দুমাত্র। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে অংশ নেয়া ও দর্শণার্থী লাখো মানুষের উপস্থিতিতে পুরো সিটিজুড়ে উৎসবের সাজ সাজ রব ছিলো পুরো ম্যানহাটনে। প্যারেডে কুচকাঁওয়াজের সাথে হরেক রকম রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, টার্কি, সান্তাক্লোজ, মাঙ্কি দ্য লোফি, মিকি মাউস,

বাকি অংশ ০২ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশীর মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় জালাল উদ্দীন শাহী নামে এক বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার আনুমানিক রাত ৯ টার

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে কিশোরের বন্দুকের গুলিতে নিহত ১

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরের বন্দুকের গুলিতে ২৯ বছর বয়সী এক ব্যাক্তি নিহতের হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। গত বুধবার ২৭ নভেম্বর

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

পিপিপি লোন 'আত্মসাতে' জড়িতরা গোয়েন্দা নজরদারীতে



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কোভিড মহামারীতে ব্যবসায়িক ক্ষতি পোষাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পে-চেক প্রটেকশন প্রোগ্রামের (পিপিপি) ঋণের অর্থ নিয়ে নিজস্ব খাতে ব্যবহারসহ আত্মসাতের অভিযোগে জড়িতরা ফেডারেল গোয়েন্দাদের নজরদারীতে রয়েছেন। পে-চেক

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

হোম কেয়ার নিলাম প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ কোন প্রকার উন্মুক্ত নিলাম প্রক্রিয়া ব্যাতিরেকে অন্য ষ্টেটে রেজিষ্ট্রীকৃত একটি মাত্র কোম্পানীকে সিডিপ্যাপ হোম কেয়ার কর্মসূচি পরচালনার সুযোগ করে দিয়েছে এমন অভিযোগে নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ মামলাটি করেছে ফ্রীডম কেয়ার এলএলসি নামের নিউইয়র্কের একটি হোমকেয়ার কোম্পানী। বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

বৃষ্টি দমাতে পারেনি ‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’র বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাস









প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্পাইডার-ম্যানসহ রঙ বেরঙয়ের র‍্যালি ছিলো চোখে পড়ার মতো। মেসি’র আয়োজনে এ প্যারেডে দিনব্যাপী ব্যাপক উৎসাহে শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিলো। নিউইয়র্ক’র সব বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হলেও বছরের প্রথম তুষারপাতের আনন্দে মেতেছিলেন সিটির আপস্টেটের বাসিন্দারা। ভোর ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত এ তুষারপাত অব্যাহত থাকে। সিটির আপস্টেটের অনেকে তুষারপাতের ভিডিও ও ছবি ধারণ করে সেটি ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল, ইন্সটাগ্রামসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’র অত্যাশ্চার্য এ তুষারপাত’ লিখে পোস্ট করেন। আবিদ রহমান নামে একজন তাঁর ফেসবুকে তুষারপাতের ভিডিও পোস্ট করে লেখেন ‘হোয়াট এ প্রেসিয়াস থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’।



‘ডিজিটাল বাংলা ট্রাভেলস’ এর ঢাকা অফিসের উদ্বোধন







(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হোসেন বেলাল ঢাকায় নতুন শাখার কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদসহ বাংলাদেশের জনপ্রিয় তিন তারকা মামুন হোসেন ইমন, সজল নূর ও নীরব হোসেন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে অতিথিরা বাংলা ট্রাভেলসের ২৪ ঘণ্টা সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন বেলায়েত হোসেন বেলাল। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম, আহসান হাবীব প্রমুখ। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে বেলায়েত হোসেন বেলালকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থাপনায় ছিলেন শারমীন সিরাজ।

সংবাদ সম্মেলনে বেলায়েত হোসেন বেলাল লিখিত বক্তব্যে বলেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে বাংলা ট্রাভেলস তার ২৫ বছরের যাত্রা পথে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটি-কে সেবার দেয়ার পাশাপাশি এখন থেকে মাতৃভূমি বাংলাদেশের গ্রাহকদের সেবা করতে চায়। আর ঢাকা অফিসের মাধ্যমে দেশের কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

বেলায়েত হোসেন বেলাল বলেন, প্রতিযোগিতামূলক ট্রাভেলস ব্যবসার বাজারে সব রাঘব বোয়ারদের টক্কর দিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটির একমাত্র ট্রাভেলস এজেন্ট হিসেবে ‘বাংলা ট্রাভেলস’ সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে ন্যাশনাল টেরিটরি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে। ‘বাংলা ট্রাভেলস’ সারা পৃথিবীর প্রায় সবগুলো এয়ারলাইন্স-এর সরাসরি স্টক হোল্ডার এবং প্রায় সবগুলো এয়ারলাইন্স-এর সাথে আছে ডিসট্রিবিউশন পার্টনাশীপ। এটি যেমন বাংলা ট্রাভেলসের জন্য গর্ব, তেমনী বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্যও গর্বের বিষয় বটে। ‘বাংলা ট্রাভেলস’ এয়ারলাইন্সগুলোকে বছরে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী ব্যবসা দিয়ে থাকে।

বেলায়েত হোসেন বেলাল বলেন, পাক-ভারত উপমাহাদেশের ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসার শতকরা ৯৯ ভাগই বাংলাদেশের প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের সিন্ডিকেটের হাতে। তিনি এই সিন্ডিকেট ভাঙ্গতে বাংলাদেশী সকল ট্রাভেল এজেন্টদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এস্টোরিয়ায় থ্যাঙ্কস গিভিংস ডে’র উপহার ফ্রি হালাল চিকেন-সবজি বিতরণ









বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় থ্যাঙ্কস গিভিংস ডে উপলক্ষ্যে উপহার হিসেবে সর্বসাধারণের মধ্যে ফ্রি হালাল চিকেন ও সবজি বিতরণ করা হয়েছে। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে এ্যানথ্যাম এর সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিকেলে ৩৬ এভিনিউতে প্রায় দেড় শতাধিক পরিবারের মধ্যে এ উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনস্যাল জেনারেল নাজমুল হুদা, এস্টোরিয়াস্থ এপোলো ইন্সুরেন্স এন্ড ব্রোকারেজ এর প্রেসিডেন্ট শমশের আলী, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ জুয়েল, সম্ভাব্য পাবলিক এডভোকেট পদপ্রার্থী মার্টিন দোলেন, এ্যানথ্যাম এর কর্মকর্তা উইন্ডি ডোমিঙ্গাস, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদ, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরী, সাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ মামুন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সোসাইটির সদস্য পযছল আহমেদ,আবু সোলেমান, আনোয়ার হোসেন, মো. নূরুল হক, আব্দুর রশিদ, সাব্বির আহমদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রিনা ,আল আমিন জিলা , আবদিন, আজমল খান .আজিজুল হক স্বপন, মো. শরিফুর রহমান সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হালাল চিকেন বিতরণের পূর্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনস্যাল জেনারেল নাজমুল হুদা এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সামাজিক কর্মকান্ডের ভূঁয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, কমিউনিটির সেবায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের বলেন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নিউইয়র্কে কমিউনিটি সেবায় অনন্য ভূমিকা পালণ করে যাচ্ছে। তাদের কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার দৃষ্ঠি আকর্ষন করেছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন আগামী বড়দিনে উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে খেলনা বিতরণ কর্মসূচি পালণের ঘোষনা দেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অতীতের মত ভাবস্যতেও সচেষ্ঠ থাকবে।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে সক্রিয়তা কাম্য

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরিক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন আবেদন ঘিরে সম্প্রতি চট্টগ্রামে যেই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ঐ পরিস্থিতিতে একজন আইনজীবী নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

> “
> উভয় পক্ষের সংঘাতের প্রভাব ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, প্রশাসন ও সমাজের সচেতন মহল সতর্ক না থাকলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। এখন প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির উচিত হবে বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখা। এই দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা নূতন নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রধানত শাসকদের ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতির প্রভাবে প্রায় সমগ্র ভারতেই মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, অনৈক্য এমনকি প্রাণঘাতী সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল।
> ”

তাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে। নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফের পরিবার ও স্বজনের প্রতি শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমরা প্রশাসনসহ সকল পক্ষের প্রতি আহ্বান জানইতে চাই, এই অঘটনের জের ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে দেওয়া যাবে না। প্রাণহানি, রক্তপাত ও সংঘর্ষের ঘটনাবলির সমাধান প্রাথমিকভাবে আইনি উপায়েই সমাধান করতে হবে। বিশেষত রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সংগঠন ও পক্ষগুলির শান্তি, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের পক্ষেই সক্রিয়তা প্রার্থনীয়। আইনজীবি কীভাবে প্রাণ হারালেন ও কারা তাঁহার উপর হামলা চালাইয়াছিল, এই বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত ও যথাযথ বিচার আমরা কামনা করি। দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভবিষ্যতে এই প্রকার অঘটন পরিহারে সহায়ক হবে। যথার্থ বিচারপ্রাপ্তি নিহত আইনজীবীর স্বজনের অধিকারও বটে। একই সঙ্গে মঙ্গলবারের সংঘর্ষের কারণ ও অনুঘটকদের লইয়াও সুষ্ঠু তদন্ত হতে হবে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, অক্টোবরে দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সোমবার ঢাকায় গ্রেপ্তার এবং মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা সহযোগে চট্টগ্রাম মহানগর আদালতে উপস্থাপন করা হয়। আদালত তাঁহার জামিন নামঞ্জুর করিয়া কারাগারে পাঠাইবার আদেশ দিলে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত তাঁহার ভক্ত-অনুসারীবৃন্দ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় শেষাবধি বিক্ষোভকারীগণের বাধা অপসারণ সম্ভবপর হইলেও পুলিশ, আইনজীবী-জনতা ও চিন্ময় অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে চট্টগ্রাম আদালতের সহকারী সরকারি কৌসুলি সাইফুল ইসলাম আলিফ নিহত হন। আহত হন অন্তত ২০ জন। উভয় পক্ষের সংঘাতের প্রভাব ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, প্রশাসন ও সমাজের সচেতন মহল সতর্ক না থাকলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। এখন প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির উচিত হবে বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখা।

এই দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা নূতন নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রধানত শাসকদের ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতির প্রভাবে প্রায় সমগ্র ভারতেই মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, অনৈক্য এমনকি প্রাণঘাতী সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও সেই অভিশাপ হতে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি নাই। অথচ প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে, ধর্মীয়সহ যেই কোনো প্রকার বিভাজনই উন্নতিকামী জাতির চরম শত্রু। অর্থাৎ বাংলাদেশ যদি সত্যই বিশ্বের বুকে রাষ্ট্ররূপে মস্তক উচ্চ করে দাঁড়াতে চায়, তাহা হইলে সকল প্রকার অনৈক্যের বীজ উৎপাটন করতে হবে।

আমরা জানি, গত ৫ আগস্ট দেশে যেই শিক্ষার্থী-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো, এর মর্মার্থ ছিল জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য ও বিভাজনের অবসান। গণঅভ্যুত্থানের ফসলস্বরূপ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও ঐ অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে। সেই কারণেই আমরা দেখছি, আইনজীবী নিহতের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে কাল বিলম্ব না করে প্রধান উপদেষ্টা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি জনগণকে শান্ত এবং অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হতে দূরে থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা প্রত্যাশা করি, প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানে সকলেই ইতিবাচক সাড়া দিবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও বলেছেন, চিন্ময় ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার ঘিরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির নেপথ্যে দেশের ভিতরে-বাহিরের ইন্ধন থাকতে পারে। তাঁর এই আশঙ্কা সত্য হলে ঐরূপ ফাঁদ এড়াতেও সম্প্রীতির লক্ষ্যে সকল পক্ষের সক্রিয়তাই সময়ের দাবি।

গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র নেতৃত্ব মাঠের রাজনীতিতে কেমন করবে?

হাসান মামুন



গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্ররা রাজনৈতিক দল গঠন করবে কিনা সে আলাপ উঠেছিল আগস্টের মধ্যভাগেই। তাঁদের হাতে নতুন দল গঠিত হওয়াকে স্বাভাবিক বলেও মনে করা হচ্ছিল। এ অঞ্চলে আগেও গণঅভ্যুত্থান হয়েছে ঊনসত্তরে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নব্বইয়ে। তবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও ধরন একেবারে আলাদা। গতানুগতিক নেতৃত্ব ছাড়াই এবং কোটা সংস্কারের মতো দাবি ঘিরে গড়ে ওঠা আন্দোলন দ্রুত রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। এতে শেষতক হাসিনা রেজিমের পতন ঘটলে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, তাতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ থেকে তিনজন যোগ দেন।



প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, ছাত্ররা তাদের ‘প্রাথমিক নিয়োগকর্তা’। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরাও উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল সেনাবাহিনী। ইতোমধ্যে এ সরকারের ১০০ দিনেরও বেশি অতিবাহিত। আর উপদেষ্টা পরিষদের ‘পারফরম্যান্স’ নিয়ে জনপরিসরে চলছে আলোচনা। ফ্যাসিবাদী শাসন হটিয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন বলে বড় প্রত্যাশার চাপ রয়েছে তাদের ওপর। উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রনেতাদের ভূমিকা আবার পৃথকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল বড় নাজুক পরিস্থিতিতে। সে কারণেও হয়তো সুবিবেচনার ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই পড়েনি। উপদেষ্টা পরিষদে তিন ছাত্রনেতার যোগদানও ‘সুপরিকল্পিত’ ছিল বলে মনে হয় না। তবে সিনিয়র সিটিজেনদের সঙ্গে সদ্য স্নাতকদের সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ উভয় পক্ষের জন্যই নতুন অভিজ্ঞতা। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার পরিচালনায় তাদের কর্মকাণ্ড সবার মনোযোগ কেড়েছে। বরাবরই তরুণদের ভূমিকায় আস্থাশীল মুহাম্মদ ইউনূস তাদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করছেন এটাও স্পষ্ট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিংহভাগ অবশ্য রয়ে গেছে পরিবর্তিত ময়দানে; অন্যান্য রাজনৈতিক দল যেখানে সক্রিয়। সরকারের সঙ্গে সে অংশের সম্পর্ক সহযোগিতা ও সমালোচনার। দিন যত যাচ্ছে; সরকারের কাজে তাদের আপত্তি বেড়ে যাওয়াও লক্ষণীয়। তবে উপদেষ্টা পরিষদে থাকা সহযাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে আবার সেটি বেশি বাড়ছে না। সবকিছুর পরও সরকার তো প্রাথমিকভাবে তাদের ইচ্ছাতেই গঠিত। এর সাফল্য তাদেরই সবচেয়ে বেশি চাইবার কথা।

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচন ও নতুন ধারায় দেশ পরিচালনায় ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে, এতে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্রদের রয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। হাসিনা সরকার পতনের পাশাপাশি তারা চেয়েছে ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত’। ফ্যাসিবাদ পুনরুত্থানের কোনো সুযোগ তারা রাখতে চাইছে না। এ জন্য সংবিধান সংশোধনেও আগ্রহী। সরকারও অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি সংবিধান সংস্কারে কমিশন গঠন করেছে, যার সুপারিশ মিলবে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। সেসব নিয়ে আবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসবে সরকার। এরই মধ্যে খবর জানুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারীদের পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের ভেতর থেকে ‘জাতীয় নাগরিক কমিটি’ গঠনের সময়ও এ নিয়ে কিছু কথাবার্তা উঠেছিল। এর পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘সমন্বয় কমিটি’ গঠনের সময়ও কম আলোচনা হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় তারুণ্যনির্ভর দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার কথা তখন ভালোভাবেই বলা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ছাত্র-নাগরিক জমায়েতে আলোচনার সময়ও নতুন দল গঠনের তাগিদের কথা শোনা গিয়েছিল। অবশেষে জানা গেল, সরকারে যোগদানকারী একজন উপদেষ্টার নেতৃত্বে ছাত্রদের রাজনৈতিক দলটি আসবে জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারিতে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই দলটি আত্মপ্রকাশ করবে। এ অবস্থায় জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ‘প্রেশার গ্রুপ’ হিসেবেই থেকে যাবে বলে জানানো হচ্ছে।

এ দুটি প্ল্যাটফর্ম থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের কাজ চলমান। নতুন দল গঠনে এ প্রক্রিয়ার ভূমিকা থাকবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজ থেকে এসে অনেকেই এতে যোগ দেবেন বলে ধারণা। তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা এবং নির্বাচনী এলাকা ধরে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে ভাবনাচিন্তাও চলছে বলে জানা যায়। উপদেষ্টা পরিষদের কেউ এতে যোগ দিলে তিনি আগে পদত্যাগ করবেন। এটাকে যাতে সরকারের সহায়তায় গঠিত ‘কিংস পার্টি’ মনে না হয়, সে জন্যই এমন চিন্তা। বহুল আলোচিত ওয়ান-ইলেভেনের পর একাধিক কিংস পার্টি গঠনের উদ্যোগ মাঠে মারা গিয়েছিল। ‘দুই নেত্রীকে মাইনাস’ করার পরিকল্পনাও কার্যত সফল হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে তাদের একজন অবশ্য এখন দেশের বাইরে। গুরুতর অভিযোগে তাঁর বিচারের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। আরেক নেত্রী এখন মুক্ত হলেও খুব অসুস্থ। তবে তাঁর পুত্র তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি রাজনীতিতে বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। জামায়াতে ইসলামীও ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করছে। এ অবস্থায় গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারীদের ভেতর থেকে নতুন দল হলে সেটা রাজনীতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে বৈ কি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে বলা হচ্ছে, প্রচলিত কোনো দলই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা সঠিকভাবে ধারণ করছে না। পরিবারতন্ত্র উচ্ছেদ, দলে গণতন্ত্র চর্চা, বিভাজন ও পাল্টাপাল্টির বদলে তারা ‘দায় ও দরদের রাজনীতি’ কায়েমের কথা বলছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রশ্নে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া এখনও অসম্পূর্ণ মনে হয়। ছাত্রনেতাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন চিন্তাধারার উপস্থিতি। কিছু মতভিন্নতা নিয়েও অবশ্য তারা একই দলভুক্ত হতে পারে। পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে বিএনপি গঠনের সময়ও বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষকে এক ছায়াতলে আসতে দেখা গিয়েছিল। সেটিকেও কিংস পার্টি বলে অভিহিত করা হতো। তবে লক্ষণীয়, চরম প্রতিকূলতায়ও দলটি টিকে ছিল এবং এখন রাজনীতির মাঠে তারা প্রবলভাবে উপস্থিত। ভিন্ন পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্রদের ভেতর থেকে তেমন আরেকটি দল উঠে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএনপি থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে তারা আবির্ভূত হতে পারবে বলে অনেকের ধারণা।

এমনও বলা হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিয়ে ছাত্ররা পারত একটি কার্যকর প্রেশার গ্রুপ হিসেবে মাঠে থাকতে; ক্রমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে। অচেনা, অস্থির সময়ে সরকার পরিচালনার মতো কাজে যুক্ত হয়ে তারা এরই মধ্যে সমালোচিতও হয়েছে কিছুটা। তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য এটা ইতিবাচক হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চটজলদি নেওয়া অবস্থান সংশোধন করে এগোনোর প্রয়াসও তাদের মধ্যে লক্ষণীয়। সে জন্যই বোধ করি গুরুত্ব পাচ্ছে উপদেষ্টার পদ ছেড়ে রাজনৈতিক দল গঠনে নেমে পড়ার বিষয়টি। জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা একটি সরকার উৎখাতে যে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ; মাঠের রাজনীতিতে নেমে তারা কেমন করে, সেটা দেখার অপেক্ষায় এখন সবাই। এই ইস্যুতে বাড়বে আলোচনা; প্রক্রিয়াটি নিয়ে নতুন প্রশ্নও উঠবে। ‘নির্বাচনের রোডম্যাপ’ও হয়তো এসে যাবে এর মধ্যে। এ ক্ষেত্রে তাদের অভিমতও কম গুরুত্ব পাবে না। ভবিষ্যতে যারাই সরকার গঠন করুক; ছাত্র ও তারুণ্যনির্ভর নতুন দল মাঠে থাকলে রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়বেই। তাদের কাছ থেকে বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভূমিকাও প্রত্যাশিত। এ অঞ্চলের মানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামের মর্ম ধারণ করেই যেন আগামীর বাংলাদেশ দাঁড়ায়-সে লক্ষ্যে অটল থেকেই তাদের এগোতে হবে।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, বিশ্লেষক



নিউইয়র্কে আলেমদের মতবিনিময়

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশের আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ধর্ম-বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের পক্ষে দাড়াতে হবে। নিউইয়র্কে গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার,অনুষ্ঠিত আলেম-উলামার এক মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাদ্দিসে গাজিনগরী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট শায়খ হাম্মাদ গাজিনগরীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিল অব নিউইয়র্ক-এর প্রেসিডেন্ট শায়খ রফিক আহমদ রেফাহি, দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ নিউইয়র্ক-এর মুহাদ্দিস মাওলানা ইব্রাহীম আলী কাসেমী, দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া, আইটিভির সিইও প্রফেসর মাওলানা শহীদুল্লাহ, লেখক রশীদ জামীল, মাওলানা ফাহাদ আমান, মাওলানা শেখ সাজ্জাদুর রহমান, মাওলানা মশকুর আহমদ, হাফিজ মাওলানা নাজমুল হাসান নুমান, আহমদ জারীর প্রমুখ।

দারুল আহনাফ নিউইয়র্ক এর প্রিন্সিপাল মাওলানা হামিদুর রহমান আশরাফের সঞ্চালন-য় 'বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ইসলামী রাজনীতি' শীর্ষক এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শায়খ হাম্মাদ গাজিনগরী দেশের অবস্থা তুলে ধরে বলেন, উনিশ শ একাত্তরের আমাদের স্বাধীনতার মূল স্পৃহা ছিল ইসলাম। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মূল স্পৃহাও ছিল ইসলাম। আর ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী হলেন উলামায়ে কেরাম। সুতরাং, বাংলাদেশ উলামায়ে কেরামের হাতেই নিরাপদ। তিনি বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশরক্ষায় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সংকটকালে আলেম সমাজ যদি পরস্পর হাতে হাত না রাখতে পারেন, তাহলে ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

সভায় বক্তাগণ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা কোনো রকম বিদেশি সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশেকে গণঅভ্যুত্থানের মাধ ্যমে দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করেছে। কিন্তু অত ্যন্ত দুঃখজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করছি এখনো বাংলাদেশের কিছু কিছু দল ক্ষমতায় যাবার জন ্য এখন থেকেই বিদেশিদের তোষণ করতে শুরু করেছে। চব্বিশের বাংলাদেশ একটি নতুন বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের দিকে আর কোনো আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীকে চোখ তুলে তাকাতে দেওয়া হবে না। ---প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারকে কোটি টাকা অনুদান দিবে এবিসিসিআই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারকে সহায়তা জন্য এক কোটি টাকা অনুদান দিবে আমেরিকান বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন 'আমেরিকা- বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' (এবিসিসিআই)।

জুলাই বিপ্লব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শহীদদের পরিবারকে সহায়তার আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুদানের এই অর্থ জমা দেয়া হবে। এবিসিসিআই'র চেয়ারম্যান, ইমিগ্রান্ট এন্ডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও, যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার রাজনীতিক, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে যাচ্ছেন।

২৩ ডিসেম্বর তারা বাংলাদেশে 'আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ব্যানারে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনার ও একটি ব্যবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অ্যামেরিকান বিজনেস অ্যাসেসিয়েশন, এফিবিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দকে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকবেন। ২৩ ডিসেম্বর আমেরিকা- বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)'র একটি লিঁয়াজো কমিটি গঠন করা হবে।

এবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের জুলাই-আগস্টের বিপ্লবে অনেক মানুষ শহীদ ও আহত হয়েছেন। আমরা শহীদদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা আহত হয়েছেন তাদের যথাযথ ও উন্নতমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আমাদেও চেম্বারের পক্ষ থেকে এককালীন এক কোটি টাকা দিচ্ছি। আশা করছি এই অর্থ জুলাই বিপ্লব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শহীদদের পরিবারকে সহায়তার জন্য প্রদান করা হবে।

গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, আমরা আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)'র ব্যানারে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানাবো। তিনি আমাদের অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে তাঁর সিডিউল চূড়ান্ত হওয়ার পর তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারবো।

আমরা তার সাথে দেখা করতে চাই। কথা বলতে চাই। তার কাছে আমরা এক কোটি টাকা দিতে চাই জুলাই ফাউন্ডেশনের জন্য। এছাড়াও আমেরিকায় অবস্থানরত ব্যবসায়ীরা দেশের জন্য আরো কীভাবে অবদান রাখতে পারেন সেই সব বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এখানকার ব্যবসায়ীরা দেশে বিনিয়োগ করতে পারেন সেটিও আলোচনায় আনতে চাই। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও ব্যবসায়ীরা আমেরিকার সাথে আরো বাণিজ্য বাড়াতে পারেন। সব মিলিয়ে আমরা চাইছি দুই দেশের ব্যবসায়ীরা যাতে দেশের জন্য আরো বেশি অবদান রাখতে পারেন। আমরা প্রবাসে থেকে আমাদের দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ, বাণিজ্য সম্পর্কসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টবিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড আর্কিটেক্টদের সম্মেলন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস (আয়েবা) নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের আয়োজনে বর্ণাঢ্য দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর শনিবার লং আইল্যান্ডের হিকসভিলে দ্য স্টারলিং মিলনায়তনে আয়োজিত এই সম্মেলনটি ছিল প্রযুক্তির উন্নয়নে একটি দৃষ্টান্তমূলক আয়োজন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'টেকনোলজি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট'।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও স্থপতিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার, জব ফেরার (চাকরি মেলা), শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন এবং গালা ডিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতেই প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটি প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শেয়ার করেন।

চাকরি মেলায় আগতরা নিজেদের কর্মজীবনের উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগের সন্ধান পান। শিশুদের জন্য একটি মজাদার ইভেন্ট আয়োজন করা হয়, যা শিশুদের জন্য ছিল চমৎকার অভিজ্ঞতা।ইভেন্টে উপস্থিত অতিথিরা প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সংগঠনের ভূমিকা এবং এই ধরনের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের বক্তারা উল্লেখ করেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেধা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব আরও সুসংহত করছে।

সংগঠনের নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার-এর কর্মকর্তারা জানান, এই সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তারা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই ধরনের আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মেলনটি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত জ্ঞান শেয়ার করার ক্ষেত্রই নয়, বরং এটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য ও বন্ধন সুদৃঢ় করার এক অনন্য উদাহরণ।

সম্মেলনে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ২০২৩-২৪ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এস কে আমজাদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ট্রেজারার নুরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত সাহা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আরিফ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য মৌসুমা খাতুন, বেলাল হোসাইন ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের উপদেষ্টাদের মধ্যে মোহাম্মদ সাদিক, শামীম এ জুয়েল, সামজিদ সিদ্দিকী ও আব্দুল সামাদ আজাদীসহ অন্যরাও উপস্থিত থেকে সম্মেলনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এ সময় প্রধান অতিথি ড. ফারুক এমএ সিদ্দিকী ও বিশেষ অতিথি আলী মল্লিকের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট দেয়া হয় প্রধান বক্তা ইরিক সি ম্যাকফারলেন, বিশেষ অতিথি সুধা মান্নাভা, অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ সিদ্দিক, রিজভান খান নাবিল, শামসুল সিদ্দিকী, সাইদুর রহমান রুমি, মো: মামুন, রাকিব উল ইসলাম, শাহিনুর রাহিম, এএনএম রানা চৌধুরী, প্রয়াত ড.সুফিয়ান খন্দকার, সাঈদ জাকির হোসাইন, আহাদ আলী, কামাল শাহীদ, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, মেরাজ ভুইয়া, মাকসুদ মালিককে। গালা ডিনার এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শেষের দিকে। এতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

প্রথমেই আয়েবা নিয়ে একটি থিম গানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়। পরবর্তীতে শিশুদের বাংলা গানের সাথে মনোরম নৃত্য পরিবেশন মন কেড়েছে অতিথিদে.অনুষ্ঠানে শেষে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সামিনা চৌধুরী। পুরনো দিনের গান পরিবেশন ও মঞ্চ নাটকের আয়োজনও ছিলো এ অনুষ্ঠানে।প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটিয়ে এই ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান আরও সুসংহত করবে বলে মনে করছেন অংশগ্রহণকারীরা।

পিপিপি লোন 'আত্মসাতে' জড়িতরা গোয়েন্দা নজরদারীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রটেকশন প্রোগ্রামের ঋণের অর্থ নিয়ে বাড়ি-গাড়ি ক্রয়ের অভিযোগ ওঠেছে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে এ ধরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার এবং ২ জন অভিযুক্ত হয়েছেন। তাদের এ অভিযোগগুলো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এছাড়া ফেডারেল গোয়েন্দাদের নজরদারিতে আছেন এদের মধ্যে বাংলাদেশি-আমেরিকান নাগরিক ২০ জন রয়েছেন। তাদের অনেকেই আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনে রয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের জালিয়াতির অভিযোগ প্রকাশ পাওয়ায় কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রমতে, কোভিড মহামারীতে ব্যবসায়িক ক্ষতি পোষাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পে-চেক প্রটেকশন প্রোগ্রামের (পিপিপি) আওতায় ঋণ সুবিধা দেয় ব্যবসায়ীদের। এ সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে চাঙ্গা করতে কখনো বিনা সুদে এবং কখনো নামমাত্র সুদে ও এমনকি ঋণের অর্থ শর্ত অনুযায়ী ব্যয় করলে তা আর ফেরত দেওয়া হবে না, এমন সব সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। ওইসময় নিউইয়র্কের বিপুলসংখ্যক মানুষ তথ্য দিয়ে পিপিপি ও ইআইডিএল কর্মসূচির ঋণ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু মানুষ মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ নেন। সেই অর্থ বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু মানুষ সঠিক কাজে ব্যয় করেননি। তাদের অনেকেই নিজস্ব খাতে সেই অর্থ ব্যবহার করেছেন। যা পিপিপি ঋণের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। আর এ কারণে কয়েক মাস ধরে বিষয়টি তদন্তে নেমেছে এফবিআইসহ বিভিন্ন সংস্থার গোয়েন্দারা। ঋণের অর্থ নিয়ে কারা কোন খাতে ব্যবহার করেছেন গত বছরের মার্চ থেকে সে তথ্য সংগ্রহ করছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আত্মসাতের জালিয়াতির প্রমাণও পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এ সংক্রান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন শতাধিক ব্যক্তি।

সম্প্রতি পিপিপি জ্যামাইকার বাসিন্দা বাংলাদেশী হুমায়ূন কবির (৫৩) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রায় আড়াই লাখ ডলার ঋণ নিয়ে নিয়ে সে অর্থ দিয়ে বাড়ি কিনে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগ এনে মামলা করেছে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কার্যালয়।

গত ২১ নভেম্বর কুইন্স কাউন্টির ১০৩ পুলিশ স্টেশনে আত্মসমর্পণ করেন হুমায়ূন। পরে তাকে কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্টে হাজির করা হয়। আগামী ২৬ জানুয়ারি হাজিরা হওয়ার শর্তে তাকে জামিন দিয়েছে আদালত।

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ একটি মিডিয়াকে জানান, উবার ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতির শিকার হওয়ার কথা বলে হুমায়ূন কয়েক দফায় দুই লাখ ৪৬ হাজার ডলার ঋণ নেন। সেই অর্থ দিয়ে নিউইয়র্ক নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে তিনি তিনটি বাড়ি কিনেছেন। এফবিআইসহ বিভিন্ন সংস্থার তদন্তের পর তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

মেলিন্ডা ক্যাটজ বলেন, ২০২০ সালের জুনে ইকনোমিক ইনজুরি ডিজাস্টার লোন (ইআইডিএল) পেতে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনে (এসবিএ) আবেদন করেন হুমায়ূন কবির। সেখানে নিজেকে নিউইয়র্ক সিটির পরিবহন খাতের কর্মী হিসেবে বর্ণনা করেন। তখন ৫০ হাজার ১০০ ডলার ঋণ পান তিনি। এরপর ২০২১ সালের মার্চে 'পে-চেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি)'র জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনে আরেকটি আবেদন করেন হুমায়ূন। এ আবেদনে নিজেকে তিনি উবার চালক হিসেবে দেখান। এ দফায় তিনি ২০ হাজার ৮৩৩ ডলার ঋণ পান।

দুই মাস পরে একই কর্মসূচি থেকে ঋণের জন্য ফের আবেদন করেন হুমায়ূন। তখন ক্ষুদ্র ঋণ প্রশাসন তাকে আরো ২০ হাজার ৮৩৩ ডলার ঋণ দেয়। এরপর আগস্টে ইকনোমিক ইনজুরি ডিজাস্টার লোনের পরিমাণ বাড়ানোর আবেদন করেন তিনি। তখন ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার ১০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে এক লাখ ৫৫ হাজার ২০০ ডলার করা হয়। পরে আরেকবার বাড়িয়ে করা হয় দুই লাখ ৫ হাজার ৩০০ ডলার।

এর আগে এক মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে সে অর্থ আত্মসাত করে ব্যক্তিগত খাতে ব্যয়ের অভিযোগে ওঠেছে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে বসবাসরত বাংলাদেশী -আমেরিকান নূরুস সাফা ও তার ছেলে মাইদা সাফা। তাদের একটি নির্মাণ ঠিকাদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে একটি মামলায় তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারি পে-চেক প্রেটেকশন প্রোগ্রামের (পিপিপি) আওতায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে অভিযুক্ত নূরুস সাফা নিজেদের ঠিকাদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন ভাতা ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য এ ঋণ নেন।

ঋণ হাতে পাওয়ার পর তারা দ্রুত বিলাসবহুল আইটেমসহ ব্যক্তিগত ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যবহার করে। অভিযুক্তরা দুটি পাঁচ বেডরুমের বাড়ি কেনার জন্য মোট ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৬৭০ ডলার খরচ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বাড়ি দুটি একটি নিউজার্সির ভুরিসে এবং অন্যটি পাইন হিলে অবস্থিত। এছাড়া তিনি ছেলের জন্য ৭১ হাজার ডলার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ২০২১ সালের বিএমডব্লিউ এম-৫ গাড়ি কিনেন।

মামলাটি বর্তমানে ব্রুকলীনের সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি সের্গেই মার্টস-এর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত নুরুস সাফা (৬৫) এবং মাইদা সাফা (৩৪)-কে স্থানীয় সময় ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডেনা ডগলাসের সামনে হাজির করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রি গ্র্যান্ড লার্সেনি, একটি জাল যন্ত্রের দ্বিতীয়-ডিগ্রি ফৌজদারি দখল এবং প্রথম-ডিগ্রি মিথ্যা ব্যবসার রেকর্ডের অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে পিপিপি ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে বাংলাদেশী কমিউনিটির আরো কয়েকজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা ও কর্মী দেখিয়ে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী পিপিপি ঋণ নিয়ে অভিজাত বাড়ি ও গাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্ক অঞ্চলের অনেক প্রবাসী জাল-কাগজ এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে পিপিপি লোন হিসেবে মোটা অংক ড্র করেছেন বলে এফবিআইনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নেমেছে। ইতিপূর্বে মিশিগান, শিকাগো, ম্যারিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়াতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক সিটিতে একটি বেসমেন্টে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিয়ে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের পিপিপি লোন ড্র করার ব্যাপারেও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

মানুষের টাকা যেভাবে লুট করেছে তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি রোববার উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে রোববার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কাছে এই রিপোর্ট জমা দিয়ে কমিটি জানিয়েছে, শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলের দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও আর্থিক কারচুপির যে তথ্য পাওয়া গেছে তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো।

প্রতিবেদন দেখে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "আমাদের গরীব মানুষের রক্ত পানি করা টাকা যেভাবে তারা লুণ্ঠন করেছে তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো। দুঃখের বিষয় হলো, তারা প্রকাশ্যে এই লুটপাট চালিয়েছে। আমাদের বেশিরভাগ অংশই এর মোকাবিলা করার সাহস করতে পারেনি"।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, "'এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর যে অর্থনীতিকে যে ভঙ্গুর অবস্থা আমরা পেয়েছি তা এই রিপোর্টে উঠে এসেছে"।

এ সময় কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করে রিপোর্ট প্রদান করেছে।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাটসহ অর্থনীতির নানা বিষয়ে তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে ৪০০ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র তৈরি করেছে। সোমবার এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।

গত পাঁচই অগাস্ট সরকার পতনের পর ২৮শে অগাস্ট দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র জানতে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আনুষ্ঠানিক নাম 'বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি'।

বিদেশে অর্থ পাচার হয়েছে কত?

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায়ই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে দেশ থেকে অর্থপাচার হওয়ার বিষয়টি নিয়ে নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থাও বিভিন্ন সময় অর্থ পাচার নিয়ে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

গত আট অগাস্ট দায়িত্ব নেয় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ, সিআইডি ও দুদকের সহায়তায় বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে কাজ শুরুও করে।

তিন মাসের তদন্ত শেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি রোববার রিপোর্ট প্রদান করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে। এতে দেখা যায় গড়ে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন বা এক হাজার ৬০০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। টাকার অংকে যা প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা।

অর্থ পাচারে জড়িতদের বিচারের জন্য একটি বিশেষ প্রসিকিউশন শুরু করা উচিত বলে মনে করেন কমিটির সদস্য ড. মোস্তাফিজুর রহমান।



গণ-ডিপোর্টেশন: কঠোর পরিণতি হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্যাংকচুয়ারী সিটি থেকে গণ-ডিপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বাস ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অবৈধ অভিবাসীদেও স্যাংকচুয়ারী সিটিতে পাঠানোর পরিবর্তে, কর্মকর্তারা সরাসরি আইসিই হোল্ডিং সেন্টারে পাঠাবেন। যাতে তাদের নির্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত করা যায়।

টেক্সাস প্রশাসনের একটি সূত্র বলেছে, "যতদিন তারা একটি সীমান্ত রাজ্য আছে, ততদিন তারা সীমান্ত নিরাপত্তার সাথে জড়িত থাকবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অধীনে, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট-আইসিই এজেন্টদের আরও দ্রুত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে সীমান্তের শহরগুলি থেকে টেক্সাসের ভাড়া করা বাসগুলিকে নিউ ইয়র্ক, শিকাগো এবং ডেনভার সহ অভয়ারণ্য শহরগুলি থেকে ফেডারেল আটক কেন্দ্রগুলিতে ফেরত পাঠানো হবে। টেক্সাস ইতিমধ্যেই অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের ধরে রাখার জন্য নির্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আগত ট্রাম্প প্রশাসনকে সীমান্তে জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

২০২২ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ১,২০,০০০ অভিবাসীকে সীমান্ত থেকে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং শিকাগোতে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৫,৯০০ অভিবাসীকে শুধুমাত্র নিউইয়র্ক সিটিতে পাঠানো হয়েছিল।

গণ-নির্বাসন মেনে নেবেন না ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টন:

ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণ-নির্বাসন পরিকল্পনা মেনে নেবেন না বলে জানিয়েছেন ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টন। আর এ গণনির্বাসনে বাঁধা দেয়ার কথা বলায় ডেমোক্র্যাটিক ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টনকে জেলে রাখার ইচ্ছার কথা বলেছেন টম হোম্যান।

দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে গণ-নির্বাসনের পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প ও তাঁর নিয়োজিত টম হোম্যান। বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং প্রক্রিয়া নিয়ে প্রায়ই কোনো না কোনো দিন নতুন নতুন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। এসব পরিকল্পনা মানতে নারাজ বলে সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টন। গুরুতর অপরাধী ছাড়া গণ-নির্বাসনের পক্ষে তিনি নন বলে জানিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে টম হোমান গণ-নির্বাসনে বাঁধাদানকারীদের পরিণতি'র কথা স্মরণ করিয়ে মাইক জনস্টনকে জেলে রাখার ইচ্ছার কথা বলেন হোম্যান।

তবে, তার এই হুমকিতে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবেন না বলে গণমাধ্যমে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ডেনভারের মেয়র মাইক জনস্টন।

গণ-নির্বাসনে সহায়তায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে শেরিফদের:

অবৈধ অভিবাসীদের গণ-নির্বাসনে সহায়তায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে শেরিফদের। এমন পরিকল্পনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আইন অনুযায়ী, অবৈধ অভিবাসী গণ-নির্বাসন প্রক্রিয়ায় শেরিফদের যথাযথ প্রশিক্ষণ রয়েছে। গুরুতর অপরাধী কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন অপরাধী ধরতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, সংশ্লিষ্ট অভিবাসন কর্মকর্তাদের তারা সাহায্য করবেন। বাইডেন প্রশাসন তাদের এমন কাজে নিয়োজিত না করলেও, ট্রাম্প প্রশাসন শুরু থেকেই অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আইসিই কর্মকর্তাদের সহায়তায় কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্যাংকচুয়ারী সিটির হাজারের বেশি শেরিফ এরই মধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, তাদের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের লাল গালিচায় সংবর্ধিত হলেন সেলিম-আলী পরিষদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ইনক সম্মানিত উপদেষ্টা সদস্য ও সাবেক সভাপতি জনাবা বদরুন নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক সম্মানিত উপদেষ্টা সদস্য জনাব ছদরুন নুর, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টি ও বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সাবেক উপদেষ্টা সদস্য ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সাদিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ, ইনক সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর উপদেষ্টা সদস্য ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সাদিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ, ইনক সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি সদস্যজিল্লুর রহমান জিল্লু, বিগ অ্যাপল ব্রোকারেজ প্রেসিডেন্ট ও সিইও শমসের আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য মোঃ আব্দুস সহিদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য ও হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক এড. নাসির উদ্দিন, সিলেট সদর সমিতি সাবেক সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সভাপতি শামস উদ্দিন, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সাদিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ, ইনক সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ বদরুল হক প্রমুখ।

সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নব নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির উপদেষ্টা সদস্য মো. হারুন মিয়া। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তাসহ প্রবাসী বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও অসুস্থদের আশু রোগমুক্তি লাভের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মো. রশিদ আহমেদ। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, সহ-সভাপতি (সিলেট) মো. লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ) শামীম আহমেদ, সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ) শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার) মো. জাবেদ উদ্দিন, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ফজল খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, নবনিবাচিত কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সোসাইটিকে একটি সত্যিকারের কল্যাণমুখী সংগঠনের পরিণত করবেন।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির লালগালিচায় একে একে বরণ করেন নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নাম।

বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যকরী সদস্যদের লালগালিচায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যকরী সদস্য হাসান খানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকারী সদস্য মো. ফজল খান। বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য মনসুর আহমদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকারী সদস্য হুমায়ুন কবির সোহেল। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরী সদস্য আব্দুল আজিজ। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকারী পরিষদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হোসেন আহমেদ, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য হারুন চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়ছল আলম, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য মো. সিদ্দিক পাটোয়ারিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকারী সদস্য আব্দুল আজিজ, নবনির্বাচিত স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, নবনির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক মো. আখতার বাবুলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ) মো. শামীম আহমেদ, নবনির্বাচিত সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ) মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, প্যানেলের একমাত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মোঃ জাবেদ উদ্দিন, নবনির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি (সিলেট) লোকমান হোসেন লুকু, নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার ও মো. জাবেদ উদ্দিন, নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাছিব মামুন, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম ও নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব বদরুল খান। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিরকে জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে একটি ফ্রেম তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য ছদরুন নুর, সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কমিটির অন্যতম সদস্য বদরুন নাহার খান মিতা, সেলিম-আলী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক শাহনেওয়াজ, সংবর্ধিত অতিথি নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, চিটাগাং সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী আজম, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ বদরুল হক, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সভাপতি শামস উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি আলী ইমাম সিকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি অ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন ও মো. আব্দুস সহিদ, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি ও বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সাবেক উপদেষ্টা সদস্য মকবুল রহিম চুনই, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর উপদেষ্টা সদস্য ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক-এর সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক-এর সাবেক সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকার সভাপতি মাহবুব আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান মিজান, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন রুবেল, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এম এ মুহিত, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আহসান হাবিব, নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক পুলিশের ডিটেকটিভ বিলাল উদ্দিন, প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান ময়না, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক-এর সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষ এমদাদ তরফদার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ড সোসাইটি প্রধান উপদেষ্টা ওসমান গণি, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেন, মো. জোসেফ চৌধুরী, মাহবুব আলম, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান রুহুল, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, বারী হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আসেফ বারী ও সহধর্মিনী মুনমুন হাসিনা বারী, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, সাবেক ফুটবলার হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, সোহেল চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক উপদেষ্টা নয়ন আলী, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, গহর চৌধুরী কিনু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সামছুল আবদীন, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক-এর উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম, সালেহ আহমদ চৌধুরী, জালাল চৌধুরী , মো. আলতাফ হোসেন, সফিকুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও এনওয়াইপিডি অফিসার বিলাল আহমেদ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী, এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটি'র সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, ব্রক্সস বরো আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ মুহিত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আসাদ উদ্দীন, অহসান হাবীব, জামাল উদ্দীন, আলতাফ চৌধুরী, মুরশেদ আহমেদ, আশরাফুল আম্বিয়া, হাসনু মিয়া, শোয়েব আহমদ, আবুল হোসেন, নাজমুল হক, আরিফ আহমেদ, হেলথ ফার্স্ট ম্যানেজার সালেহ আহমেদ, এজেন্ট তহিদুল ইসলাম সজিব, নজির উদ্দিন, ইসলাম উদ্দিন, নানু মিয়া প্রমুখ।

স্ক্যামার হতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
জানিয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি লেটিটিয়া জেমস। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্ক্যামাররা বছরের এই ব্যস্ততম দিনেগুলোতেই ডিজিটাল জালিয়াতি বেশি করে। এমন পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের উচিত ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা। ট্রান্সইউনিয়নের তথ্যানুসারে, গত বছরের এই সময়ে বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় ১২ শতাংশ ডিজিটাল জালিয়াতির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এছাড়া ২০২২ সালে ছুটির মৌসুমে প্রায় ১২হাজার বাসিন্দা ডিজিটাল জালিয়াতি তে ৭৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি হারিয়েছে বলে জানা গেছে।

হোম কেয়ার নিলাম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
আদালতে প্রদত্ত অভিযোগে জানানো হয়েছে, নিউইয়র্ক স্টেটে বর্তমানে সেবা প্রদানকারী সকল সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার কোম্পানীর পরিবর্তে মাত্র একটি কোম্পানী তাও আবার জর্জিয়া স্টেটে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী পাবলিক পার্টনারশীপ এলএলসিকে নিউ ইয়র্ক স্টেটে সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার কর্মসুচী পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী, এক তরফা এবং গ্রাহকদের স্বার্থবিরোধী। ফ্রীডম কেয়ার এলএলসির কৌসুলীরা অভিযোগ করেছেন মাত্র একটি কোম্পানী পিপিএলকে এই সুযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল সম্পুর্ণ সাজানো নাটক। নিউইয়র্ক স্টেটে গভর্ণর ক্যাথি হোকুল অবশ্য বলেছেন, যে অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তার কোন সত্যতা নেই। নীলামের প্রক্রিয়াটির ভাষা নির্ধারণ করে দিয়েছিল নিউ ইয়র্ক স্টেটের আইন প্রণেতারা।

প্রসঙ্গতঃ সেবার মান অব্যাহত রেখে খরচ কমানোর লক্ষ্যেই নিউ ইয়র্ক স্টেটের সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার কর্মসুচী পরিচালনায় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাত্র ৫ বছরে সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার কর্মসুচীতে ব্যয় বছরে ২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে।

আগামী জানুয়ারী থেকে মাত্র একটি কোম্পানী পিপিএল এর পরিচালনায় নিউইয়র্ক স্টেটে সিডিপ্যাপ হোমকেয়ার কর্মসুচি পরিচালনা শুরু হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত রয়েছে এবং এপ্রিলের মধ্যে তা সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। তবে আইনী প্রক্রিয়ার কারণে এ কর্মসূচিতে পরিবর্তন হতে পারে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা 'আগের তুলনায় এখন বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছে'



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দিতে পারছে। তবে নিরাপত্তা নিয়ে ধারণায় মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকার এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। অক্টোবরের শেষের দিকে পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, ৬৪ দশমিক ১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকার ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বেশি নিরাপত্তা দিচ্ছে। ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ মনে করেন, বর্তমান সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য আগের চেয়ে খারাপ নিরাপত্তা দিচ্ছে। ১৭ দশমিক ৯ শতাংশের মতে, পরিস্থিতি আগের মতোই আছে।

জরিপে ১ হাজার অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনের তুলনা করতে বলা হয়েছিল। বাংলাদেশের জনতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওই ১ হাজার অংশগ্রহণকারীকে বাছাই করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমান সংখ্যার নারী-পুরুষ ছিলেন, যাঁদের ৯২ দশমিক ৭ শতাংশ মুসলিম। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের একটু বেশির বয়স ৩৪ বছরের কম। এক-চতুর্থাংশ শহুরে মানুষ।

জরিপে মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু উত্তরদাতাদের ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ মনে করেন, তাঁদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে খারাপ করছে।

ভয়েস অব আমেরিকার জরিপে দেখা গেছে, মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৬ দশমিক ১ শতাংশ মনে করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকার সংখ্যালঘুদের বেশি নিরাপত্তা দিচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ এই ধারণার সঙ্গে একমত।

জরিপে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ মনে করেন, বর্তমানে পরিস্থিতি ভালো। নারীদের ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশও একই ধারণা পোষণ করেন। ১৮ থেকে ৩৪ বছরের

মধ্যে যাঁদের বয়স, তাঁদের মধ্যে ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীরও মতামত একই। ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশও একই মতামত দিয়েছেন।

এদিকে শহুরে বাসিন্দাদের ৭০ দশমিক ৩ শতাংশও মনে করেন, বর্তমানে পরিস্থিতি ভালো। গ্রামের ৬২ দশমিক ১ শতাংশেরও ধারণা একই।

পরিস্থিতি আগের মতোই আছে এমন ধারণা পোষণ করেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৪ শতাংশ শহুরে উত্তরদাতা। গ্রামের অংশগ্রহণকারীদের ১৯ দশমিক ২ শতাংশের ধারণা একই। পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং নারী অংশগ্রহণকারীদের ২২ দশমিক ৩ শতাংশও একই ধারণা

পোষণ করেন। ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীদের ১৮ শতাংশও মনে করেন, পরিস্থিতি আগের মতোই আছে। ৩৫ বছরের বেশি বয়সী অংশগ্রহণকারীদের ১৭ দশমিক ৮ শতাংশেরও ধারণা একই।

অক্টোবরের শেষের দিকে জরিপটি পরিচালনা করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনা করতে বলা হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগের বয়স ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে।

আমিরাতে ক্ষমা পাওয়া ২৪ বাংলাদেশি ফিরছেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সমর্থনে বিক্ষোভ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দণ্ডিত হওয়ার পর ক্ষমা পাওয়া আরও ২৪ বাংলাদেশি সোমবার দেশে ফিরবেন। সোমবার আমিরাতের স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২০ মিনিটে আবুধাবি থেকে এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইটে তাদের ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ঢাকায় পৌঁছবেন তারা।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছে আমিরাতের আবুধাবি বাংলাদেশ দূতাবাস। অনেক অপেক্ষার পর এই প্রবাসীরা কারামুক্ত হয়ে স্বজনদের কাছে ফিরছেন। ক্ষমা পাওয়া বাকি ৫১ জনও পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরবেন।

গত জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। পরে দেশটির সরকার আটক ৭৫ জন বাংলাদেশি বন্দিকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়। এর আগে একই অভিযোগে আটক ১১৩ জন বাংলাদেশি ৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরেছেন।

যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠদের ৪০ কোটি পাউন্ডের সাম্রাজ্য !

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠরা যুক্তরাজ্যে সম্পত্তি ক্রয় করতে ৪০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করেছেন। সেখানে ৪০ কোটি পাউন্ডের সাম্রাজ্য গড়তে অর্থ পাচারের তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ান তাদের এক রিপোর্টে।

এ রিপোর্টে এই ঘনিষ্ঠদের মধ্যে সালমান এফ রহমান ও বেক্সিমকো গ্রুপ, নজরুল ইসলাম মজুমদার ও তার নাসা গ্রুপ এবং সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নাম এসেছে।

শেখ হাসিনা প্রবল গণআন্দোলনের মুখে গত অগাস্ট মাসে যখন দেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যান তখন তার বাসভবন তছনছ করছিলো আন্দোলনকারীরা। তিনি এখন ভারতেই রয়েছেন।

এর আগে এই আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি মারা গেছে এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে।

বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগসূত্র আছে এমন প্রভাবশালী কিছু পরিবার ও ব্যবসায়ী অবৈধ উপায়ে বিলিয়ন পাউন্ড অর্জন করেছেন। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার মতো অভিযোগও আছে।

তদন্তকারীরা মনে করেন এসব অর্থ হুন্ডি করে পাচার হয়ে থাকতে পারে। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর দক্ষিণ এশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। এখন বাংলাদেশের নতুন সরকার ও তদন্তকারীদের মতে এসব অবৈধ অর্থের কিছুটা যুক্তরাজ্যে গেছে।

গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দ্যা অবজারভার ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এক অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্রিটিশ আবাসন খাতে বিনিয়োগ করেছে ৪০ কোটি পাউন্ড কিংবা তারও বেশি। এর মধ্যে সাড়ে তিনশর মতো প্রোপার্টি আছে, যার মধ্যে ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে বিলাসবহুল বাড়িও রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের এবং কিছু অফশোর কোম্পানির নামে এসব সম্পদ যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী কিনেছেন তার মধ্যে শেখ হাসিনা সরকারের দুই মন্ত্রীও আছেন। যদিও এসব সম্পদের মালিকরা বলছেন, অভিযোগগুলো বাংলাদেশের নতুন সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ।

বেক্সিমকো গ্রুপ গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেছে, গার্ডিয়ানের সংবাদ তাদের নজরে এসেছে এবং তাদের বিশ্বাস নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সত্য উন্মোচিত হবে এবং প্রকৃত ঘটনাগুলো সবার সামনে স্পষ্ট হবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সিআইডি আগেই জানিয়েছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, শূন্ক ফাঁকি, ভ্যাট ফাঁকি, আন্ডার ইনভয়েসিং/ওভার ইনভয়েসিং করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রনয়ণ কমিটি রোববার উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেখানে উল্লেখ করেছে যে, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার অর্থ পাচার হয়েছে।

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোয়েন্দা ইউনিট এসব ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিতসহ নানা ব্যবস্থা নিয়েছে।

যদিও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘসময়সাপেক্ষ বিষয়।

"তাছাড়া টাকাটা যে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে সেটাও আদালতে প্রমাণ হতে হবে। তবে আশার কথা সরকার গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ নিয়েছে," তিনি বলেছেন।

মন্ত্রীর ভূমি ও ভূমি মন্ত্রী

শেখ হাসিনার পলায়নের কয়েকদিন পর গ্রেফতার হন তার বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। বলা হয় নৌকায় করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আটক করা হয়। ওই সরকারের সময় তিনিই সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে ঢাকার সিআইডি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোয়েন্দা ইউনিট তার ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যবসা গোষ্ঠী এটি। গার্মেন্টস থেকে শুরু করে ঔষধ শিল্প পর্যন্ত সবকিছুতেই তাদের আগ্রহ ছিলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেক্সিমকো ব্যাংকগুলো থেকে বিপুল অর্থ ঋণ পেয়ে আসছিলো।

এমনকি কোভিড টিকা দেয়ার ক্ষেত্রেও বিতরণের একক দায়িত্বে ছিলো বেক্সিমকো। এখন এর আর্থিক বিষয়াদি রাজস্ব বোর্ড ও কর কর্তৃপক্ষের তদন্তাধীন আছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোম্পানিটির জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করেছে।

বেক্সিমকো কোম্পানির প্রকাশনাগুলোতে দেয়া তথ্য অনুযায়ী সালমান এফ রহমানের ছেলে আহমেদ শায়ান ও ভাতিজা আহমেদ শাহরিয়ার সিইও বা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর প্রধান পদগুলোতে আছেন।

তাদের বিষয়েও তদন্ত করছে সিআইডি। দেশে শায়ানের সম্পত্তি স্থগিত করা হয়েছে।



ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও অবজারভারের তদন্তে উঠে এসেছে, অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষ লন্ডনের মেফেয়ার এলাকার গ্রোসভেনর স্কয়ারের সম্পত্তির সাথে জড়িত অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। এলাকাটি লন্ডনের খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বলে বিবেচিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রহমান পরিবারের সদস্যদের সেখানে সাতটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া গেছে। এগুলো অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২ সালে একটি আড়াই কোটি পাউন্ডের বেশি অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে। আহমেদ শায়ান রহমান ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড কোম্পানির মাধ্যমে এটি কিনেছেন।

তিনি গ্রোসভেনর স্কয়ারে আরেকটি ফ্লাটের মালিক, যার মূল্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাউন্ড।

অফশোর কোম্পানিগুলোর বিষয়টি দেখভাল করেন তার চাচাতো ভাই আহমেদ শাহরিয়ার। ওই একই স্কয়ারে এবং কাছাকাছি এলাকায় তারও চারটি প্রোপার্টি আছে। এগুলোর দাম প্রায় দুই কোটি ত্রিশ লাখ পাউন্ড।

আহমেদ শায়ান রহমান ও আহমেদ শাহরিয়ার রহমান-এর আইনজীবীরা দ্যা অবজারভারকে বলেছেন, অর্থ পাচারের নিয়ম কানুনসহ আর্থিক বিধি বিধান যথাযথ মেনেই এসব সম্পদ কেনা হয়েছে। তারা একই সঙ্গে বলেছেন যে ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য হলো 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দুর্নীতি তদন্ত করা'।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দ্যা অবজারভারকে বলেছেন , "যারা বাংলাদেশ থেকে সম্পদ সরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এটি বৈধ আইনি প্রক্রিয়া। আমরা এগুলো ফেরত পেতে চাই।"

এছাড়া আওয়ামী লীগের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীও এখন তদন্তের আওতায়। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দ করা হয়েছে। তার ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদ স্থানান্তরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে অবজারভার।

তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন যে মি. চৌধুরী ও তার পরিবার কীভাবে যুক্তরাজ্যে তিনশর বেশী প্রোপার্টির মালিক হলেন। যুক্তরাজ্য ভূমি কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে এসব সম্পদের মূল্য অন্তত ১৬ কোটি পাউন্ড।

তিনি অবজারভারকে কোন মন্তব্য করেননি। তবে ইমেইলে বলেছেন বাংলাদেশের বাইরে বৈধ ব্যবসা থেকেই তিনি বিদেশে সম্পদ কিনেছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রীরাই শুধু ব্রিটেনে প্রোপার্টি কিনেন নি, বরং কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীও একই কাজ করেছেন বলে দেখতে পেয়েছে অবজারভার ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তদন্ত দল।

একেবারেই নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সড়ক ও পেশাদার নিরাপত্তাকর্মীসহ একই নামে গলফ কোর্সড়্যাল্টিমিলিওনিয়ারদের নিরাপদে লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা। সারে এলাকায় এমন মূল্যবান একটি এস্টেট হলো আহমেদ আকবর সোবহান পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের বাড়ি। আকবর সোবহান শাহ আলম নামে পরিচিত।

ওই এলাকায় দুটি বড় সম্পদের মালিক তারা। এর মূল্য তের মিলিয়ন পাউন্ড। ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস এর নিবন্ধিত কোম্পানির মাধ্যমে এগুলো কেনা হয়েছে।

ফ্রেঞ্চ স্টাইলের আরেকটি ম্যানশন এখন নির্মাণাধীন রয়েছে। অবজারভার ওই এলাকাটি ঘুরে এসেছে।

সোবহান পরিবারের সম্পদ আসে বসুন্ধরা গ্রুপ থেকে। এটি বাংলাদেশে বড় একটি কোম্পানি। আবাসন, শিপিং, মিডিয়া ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা আছে। ২০০৮ সালে এই পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্ত হলেও তারা পরে অভিযোগ থেকে রেহাই পান।

এখন শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাদের বিরুদ্ধে আবার তদন্ত হচ্ছে। সরকারি ঋণ পরিশোধ না করার বিষয়টিও তদন্তাধীন আছে। গত একুশে অক্টোবর ঢাকার একটি আদালত শাহ আলম সহ তার পরিবারের ছয় সদস্যের বিদেশ যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

তদন্তকারীরা মনে করেন বহু অর্থ সিঙ্গাপুর ও দুবাই হয়ে অন্য দেশে গেছে। সিঙ্গাপুরের ঠিকানা ব্যবহার করে অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডের চেলসি ওয়াটারফ্রন্ট প্রোপার্টি কিনে সাফওয়ানের ভাই।

সাফওয়ান সোবহান তার নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে বলেছেন 'যে কোন অনিয়মের অভিযোগ তারা শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করছে এবং এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে তারা দৃঢ়ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে'।

"আমরা মনে করি এই তদন্ত আইনি দিক থেকে দুর্বল বলে প্রতীয়মান হবে এবং এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত," বলেছেন তিনি। তবে তিনি দুবাই ও সিঙ্গাপুরকে ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যে সম্পদ ক্রয়ের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

আরেকটি বড় গোষ্ঠী নাসা গ্রুপের মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদার। তাদের বিষয়েও অনুসন্ধান করছে সিআইডি যে তারা কীভাবে কেনসিংটনে ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পত্তির মালিক হলেন।

মি. মজুমদারের ঘনিষ্ঠ সূত্র এসব অবৈধ অর্থে এগুলো কেনার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে তারা এসব অভিযোগ আইনগতভাবেই মোকাবেলা করবেন।

ব্রিটেনের যোগসূত্র

অবজারভার যেসব প্রোপার্টি চিহ্নিত করেছে প্রকৃত অর্থে তার চেয়ে আর বেশি সম্পদ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের থাকতে পারে।

যুক্তরাজ্যে বিদেশিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ করা হলেও এগুলো গোপন রাখারও নানা পদ্ধতি আছে।

দেশটির দুর্নীতি বিষয়ক সর্বদলীয় এমপিদের গ্রুপ চাইছে যে সম্পদ কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকমতো কর্তৃপক্ষ যাচাই করুক।

"আমাদের অর্থ পাচার বিষয়ে শক্তিশালী যাচাই পদ্ধতি থাকা উচিত। লন্ডনের মাধ্যমে আসা অর্থের উৎস পর্যালোচনা করা দরকার," বলছিলেন ওই গ্রুপের প্রধান জো পাওয়েল এমপি। "অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ চিহ্নিত করার যে উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে তা আমি সমর্থন করি," বলছিলেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের আর্থিক খাতের সুশাসন বিষয়ক নিয়ম নীতির মানোন্নয়ন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্বে আছেন সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে।

২০০২ সালে খবর বেরোয় যে টিউলিপ সিদ্দিকের মা শেখ রেহানা লন্ডনে আহমেদ শায়ান রহমানের একটি বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে বলেছে "সন্দেহভাজন অর্থ বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হিসেবে এখনো অনেকে যুক্তরাজ্যকে বিবেচনা করছে"।

লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুশতাক খান বলছেন তার মতে অর্থ পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশকে সহায়তা করার বিষয়টি যুক্তরাজ্য সরকারের বিবেচনা করা উচিত।

তিনি বলেন অর্থ পুনরুদ্ধারের এই চেষ্টার ফোকাস হওয়া উচিত বিপ্লবে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

"বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই বড় গণহত্যা। আমরা মানুষকে আশাহত হতে দিতে পারি না"।

শিকাগোতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে একটি পেট্রল পাম্পে শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) সশস্ত্র দূর্বৃত্তদের গুলিতে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম সাই তেজা নুকারাপু (২২)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পাশাপাশি ওই পেট্রল পাম্পে খণ্ডকালীন কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন বিএআরএস নেতা মধুসূদন ঠাঠা।

মধুসূদন ঠাঠা জানান, তিনি তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলার কাছাকাছি এলাকায় থাকা নিহতের পরিবারের সঙ্গে তাদের বাসায় সাক্ষাৎ করেছেন।

নিহতের মা-বাবা জানিয়েছেন, সাই তেজা যে সময়ে গুলিবিদ্ধ হন, তিনি তখন পেট্রল পাম্পে দায়িত্ব পালন করছিলেন না। তবে এক বন্ধুর অনুরোধে সেখানে থেকে সহায়তা করছিলেন। ঠিক সেই সময় দুই দুর্বৃত্ত এসে ক্যাশ কাউন্টারে থাকা অর্থ দাবি করে। তিনি তাদের বাধা না দিয়ে অর্থ দিয়ে দেন বলে বন্ধুরা জানিয়েছেন। তবু তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।



সাই তেজা হায়দরাবাদ থেকে বিবিএ সম্পন্ন করার পর মাস্টার্স করতে গত ১৫ জুন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি শিকাগোর কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। জীবনযাপনের খরচ জোগাতে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি পেট্রল পাম্পে খণ্ডকালীন কাজ করতেন।

সাই তেজার এক আত্মীয় বলেন, 'এত নিরীহ একজন মানুষের জীবন চলে গেল। দোষীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।'

সাই তেজার প্রতিবেশীরা জানায়, তেলেঙ্গানার উপমুখ্যমন্ত্রী মল্লু ভাট্টি বিক্রমারকা ও খাম্মামের এমপি আর রঘুরাম রেড্ডি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, যাতে তার মরদেহ দ্রুত ভারতে ফেরানো যায়।মধুসূদন ঠাঠা আরও জানান, তিনি উত্তর আমেরিকার তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে তারা এই ঘটনার সমাধানে সহায়তা করতে পারে। সংস্থাটি সাই তেজার মরদেহ খাম্মামে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

তবে আত্মীয়রা জানিয়েছে, ময়নাতদন্ত ও আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগতে পারে।

এক বছরের মধ্যে নির্বাচন চান ৬১.১% সংস্কার শেষে নির্বাচনের পক্ষে ৬৫.৯%

বাংলাদেশ

ভয়েজ অব আমেরিকার জরিপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬১ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ মনে করেন এক বছরের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ মানুষ (৬৫ দশমিক ৯ শতাংশ) বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার যা যা সংস্কার করা প্রয়োজন মনে করবে তার সবগুলো করার পরই নির্বাচন আয়োজন করা উচিত আর শুধুমাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরি সংস্কারগুলো শেষ করে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মত ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতার।

১৮ দশমিক ৭ শতাংশ লোক চান দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে নির্বাচন আর ৮ দশমিক ৬ শতাংশ নির্বাচন চান ১৮ মাসের মধ্যে।

সবচেয়ে কম ৫ দশমিক ৮ শতাংশ জনগণ চার বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় পর আগামী জাতীয় নির্বাচন হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।

কত দ্রুত নির্বাচন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলেছেন ৪ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ আর নির্বাচন কবে হওয়া উচিত সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি ১ দশমিক ১ শতাংশ।

ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার তত্ত্বাবধানে, বাংলাদেশে দেশব্যাপী এক জরিপের ফলাফলে এসব তথ্য জানা গেছে। গত ৫ অগাস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে একটি গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অগাস্টের ৮ তারিখ ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর কেমন আছে বাংলাদেশ, এ নিয়ে কী ভাবছেন দেশের নাগরিকরা, এ বিষয়ে অক্টোবরের ১৩ থেকে ২৭ তারিখ, ভয়েস অফ আমেরিকা দেশব্যাপী একটি জরিপ করে।

জরিপটি ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার এডিটোরিয়াল নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করে গবেষণা ও জরিপ প্রতিষ্ঠান ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড। ভয়েস অফ আমেরিকার ঠিক করে দেয়া সুনির্দিষ্ট (ক্লোজ এন্ড) প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার এসিস্টেড টেলিফোন ইন্টারভিউইং এর মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগে ১৮ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সী এক হাজার মানুষের মধ্যে জরিপটি পরিচালিত হয়।

জরিপটি করা হয়, র‍্যান্ডম ডিজিটাল ডায়ালিং পদ্ধতিতে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের সর্বশেষ প্রকাশিত (২০১৭) অফিসিয়াল টেলিফোন প্ল্যান থেকে বাংলাদেশের মোবাইল নম্বরগুলোর সম্ভাব্য সবধরণের কম্বিনেশন থেকে করা ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড-এর নিজস্ব ডেটা-বেইজ থেকে জরিপটির স্যাম্পল নেয়া হয়েছে। একটি আর-বে-ইজড প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সিম্পল র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং (এসআরএস) এর মাধ্যমে জরিপটির নমুনা বাছাই করা হয়েছে।

জরিপ পরিচালনা কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের মাধ্যমে ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড-এর ঢাকা অফিসের কল সেন্টার থেকে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ফোন করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন জরিপটিতে মার্জিন অফ এরর ৩.১ শতাংশ। জরিপটির উত্তরদাতারা প্রায় একমাস আগে যেহেতু তাদের মতামত জানিয়েছেন তাই এখন জরিপটি করলে এর ফলাফল অনেকক্ষেত্রেই ভিন্ন হতে পারে।

জরিপে অংশ নেয়া শহরের জনগণের ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ ও গ্রামে বাস করেন তাদের ৬১ দশমিক ৪ শতাংশ আগামী এক বছরের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন চান। জরিপে অংশগ্রণকারী পুরুষদের ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ নির্বাচন চান এক বছরের মধ্যে।

তরুণদের মধ্যে (১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ এক বছরের মধ্যে আগামী নির্বাচন চান আর ৩৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের যারা জরিপে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে এক বছরের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচন চান ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

শহরাঞ্চলের ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ ও গ্রামীণ এলাকার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ জরিপে অংশগ্রহণকারী চান আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে নির্বাচন। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিয়েছেন জরিপে অংশ নেয়া পুরুষদের ২০ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারীদের ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। ১৮ থেকে ৩৪ বছরের তরুণদের ১৫ দশমিক ২ ও ৩৫ ও তার চেয়ে বেশি বয়সের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ২২ দশমিক ৪ শতাংশ মনে করেন দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আগামী নির্বাচন হওয়া উচিত।

১৮ মাসের মধ্যে আগামী নির্বাচন করার পক্ষে মত দিয়েছেন শহরের ১০ দশমিক ৩, গ্রামের ৮, পুরুষদের ১২ নারীদের ৫ দশমিক ২, তরুণদের (১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) ৮ দশমিক ৬ এবং ৩৫ বছর বা এর থেকে বেশি বয়সীদের মধ্যে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী।

চার বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিয়েছেন, শহরের ৬ দশমিক ২, গ্রামের ৫ দশমিক ৭, পুরুষদের ৬ দশমিক ৯, নারীদের ৪ দশমিক ৮, তরুণদের (১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) ৭ দশমিক ৬,৩৫ বছর বা এর থেকে বেশি বয়সীদের ৪ শতাংশ মানুষ।

অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণের পর থেকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে দ্রুত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছে।

কিন্তু,অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এখনো নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়নি। তাদের বক্তব্য, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করার পরই আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায়োরিটি 'সংস্কার'।

এদিকে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের প্লাটফর্ম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলছে রাষ্ট্র সংস্কার এর কাজগুলো শেষ হবার আগে নির্বাচন হলে আবার নতুন করে তাদের ভাষায় 'ফ্যাসিবাদের' আবির্ভাব ঘটবে। তারা বলছে, কেবল একটি নির্বাচন করার জন্য ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান হয়নি।



সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখ (২৪ তারিখ প্রকাশিত) বাংলাদেশের সেনাপ্রধান রয়টার্সের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানান, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হতে পারে, সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে এই সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূসকে ভয়েস অফ আমেরিকাতে দেয়া তার এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদই নির্বাচনের তারিখ জানাবে।

ডক্টর ইউনূস এখনো নির্বাচনের কোনো রোডম্যাপ ঘোষণা না করলেও অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ১৭ নভেম্বর তিনি বলেছেন, নির্বাচনী সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপও (রূপরেখা) পাওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় কিছু অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারের কাজ শেষ করেই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। অবশ্য সংস্কারের জন্য নির্বাচন কয়েক মাস বিলম্বিতও করা যেতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল ১৯ নভেম্বর বলেছেন, অতি প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার শেষে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন দেয়া হবে।

সর্বশেষ, ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশের দৈনিক, বণিক বার্তাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে (২০ নভেম্বর প্রকাশিত) কবে নির্বাচন হবে সে প্রসঙ্গে ডক্টর ইউনূস বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার না চাইলে তিনি দ্রুত নির্বাচন দিয়ে দেবেন।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী, ভোটার, উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো, জাতিসংঘ সহ দেশি বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন কবে হবে তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার জনমত জরিপে তাই সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ এই বিষয় দুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সব সংস্কার শেষ করে নির্বাচন চান ৬৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশির ভাগ মানুষ (৬৫ দশমিক ৯ শতাংশ) মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার যা যা সংস্কার করা প্রয়োজন মনে করবে তার সবগুলো করার পরই নির্বাচন আয়োজন করা উচিত আর শুধুমাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরি সংস্কারগুলো শেষ করে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মত ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতার।

"আপনি কি মনে করেন অন্তবর্তী সরকার যা যা সংস্কার করা প্রয়োজন মনে করবে সব সংস্কার করার পর নাকি শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরী সংস্কার করার পর নির্বাচন আয়োজন করা উচিত?"...সম্প্রতি ভয়েস অফ আমেরিকার পরিচালিত এক জরিপে এই প্রশ্নের উত্তরে এ তথ্য উঠে এসেছে।

১ দশমিক ৬ শতাংশ উত্তরদাতা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না এবং দশমিক ৫ শতাংশ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা মনে করেন যে অন্তর্বর্তী সরকার যে যে সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন সেসবগুলো সংস্কার শেষ করেই আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা উচিত তাদের অধিকাংশ বিচার বিভাগ, সংবিধান, অর্থনৈতিক খাত, পুলিশ, ও নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত সংস্কারগুলো করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এদের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯৬ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা। পুলিশ সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ, বিচার বিভাগ সংস্কারের পক্ষে ৯৫ দশমিক ৩ শতাংশ, এবং অর্থনৈতিক খাতে সংস্কার এর পক্ষে ৯৬ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা মত দিয়েছেন। সংবিধান সংস্কার চান ৯২ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনায় দেশ পরিচালনায় ভালো করছে

বাংলাদেশের ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনায় দেশ পরিচালনায় ভালো করছে।

যদিও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষের মতে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ শাসনে আওয়ামী লীগের চেয়ে খারাপ করছে বা একই রকম পারফর্ম করছে। যারা মনে করছেন অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের চেয়ে দেশ শাসনে খারাপ করছে তাদের সংখ্যা ২০ দশমিক ৪ শতাংশ আর একই রকম করছে বলে মত দিয়েছেন ২০ দশমিক ১ শতাংশ।

"আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনায় ভালো, খারাপ নাকি একইরকম করছে?"- এই প্রশ্নের জবাবে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা এ মতামত দেন।

জরিপে অংশ নেয়াদের মধ্যে দশমিক ৮ শতাংশ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন তারা জানেন না আর দশমিক ৩ শতাংশ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হননি।

শহরে থাকেন, তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় সেসব উত্তরদাতারা (৬১ দশমিক ৯ শতাংশ) যারা গ্রামে থাকেন তাদের চেয়ে (৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ) অন্তর্বর্তী সরকার বেশি ভালো করছে বলে মত দিয়েছেন। পুরুষ উত্তরদাতারা (৬২ শতাংশ) নারী উত্তরদাতাদের (৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ) তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকারের দেশ পরিচালনায় বেশি ভালো বলে মত দিয়েছেন। তরুণ উত্তরদাতাদের (১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) মধ্যে ৫৮ দশমিক ৭ শতাংশ মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের চেয়ে ভালো করছে আর ৩৫ বা তারচেয়ে বেশি বয়সীদের মধ্যে এই মত জানিয়েছেন ৫৮ দশমিক ১ শতাংশ উত্তরদাতা।

৬৩ দশমিক ২ শতাংশর মতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের চেয়ে ভালো করছে

গত ৮ অগাস্ট অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার যেসব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে বলে জরিপের উত্তরদাতারা মনে করছে তার মধ্যে একটি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, যা ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন প্রশাসনের অন্যতম উদ্বেগের বিষয় ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে গত ১৭ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। পরবর্তীতে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও গত ১৫ নভেম্বর সেনাবাহিনীকে দেয়া ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আরো দু'মাসের জন্য বাড়িয়েছে সরকার।

রিজার্ভের মতো ফুলিয়ে দেখানো হয় বিদ্যুতের তথ্যও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বে গড়ে যেখানে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার হয় ৩ হাজার কিলোওয়াট, সেখানে দেশে মাত্র ৪৬৫ কিলোওয়াট। কিন্তু তারপরও দেশে ঘন ঘন লোডশেডিং এবং গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে; বিশেষ করে শিল্প খাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব সমস্যার পেছনে মূল কারণ ছিল সীমাহীন দুর্নীতি, রাজনৈতিক বিবেচনায় অনভিজ্ঞ কোম্পানিকে পাওয়ার প্ল্যান্ট অনুমোদন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মতোই বিদ্যুৎ ও জ্বালানির তথ্যকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো এবং কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অবৈধ সংযোগ।

শেখ হাসিনার শাসনামলের ১৫ বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের করা অর্থনীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে এমন তথ্য উঠে আসে। রোববার এই প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাদের দায়িত্বকালে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জনের দাবি করে আসছিল। উৎপাদনক্ষমতা ৫ হাজার ৭১৯ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে বলে দাবি করে। তবে দেশ এখনো ঘন ঘন লোডশেডিং এবং গ্যাসের তীব্র সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে দুর্নীতির জন্য ডিজাইন করা একটি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আমদানিতে নির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে জ্বালানি তেলের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া গ্যাস ও বিদ্যুতের ট্যারিফ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা নাগরিকদের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছে। যদিও জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ বিদ্যুতের আওতাভুক্ত হয়েছে, তবে সরবরাহ অনিয়মিত এবং অবিশ্বাস্য ব্যয়বহুল, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে।

ঘুষ-বাণিজ্য

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কমিশন আদায়ের মধ্য দিয়ে দুর্নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের লেনদেনের কোনো লিখিত প্রমাণ না থাকলেও প্রকল্প ব্যয়ের কমপক্ষে ১০ শতাংশ অর্থ ঘুষ হিসেবে লেনদেন হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে। সে হিসাবে, ২০১০ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বিলিয়ন ডলার ঘুষ হিসেবে হাতবদল হয়েছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (এমপিইএমআর) কোনো পূর্ণকালীন মন্ত্রী ছিলেন না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, তাই সরকারি দলের সদস্য, লবিস্ট, বেসরকারি ব্যবসায়ীরা এবং স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠেছিল অঘোষিত অংশীদার। এ খাতের প্রায় সব প্রকল্পই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যথাযথ প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মাধ্যমে। জ্বালানি উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদ্যুৎ বিভাগ ছিল এসব দুর্নীতির প্রধান মাধ্যম ও অংশীদার। ছোট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে আদানির মতো বড় প্রকল্পপ্রতিটি চুক্তিই পিএমও দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল; যাদের আগে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সামিট, রিলায়েন্স এবং ইউনাইটেড গ্রুপের মতো গোষ্ঠীগুলোকে ৩৫০ মেগাওয়াটের বেশি গ্যাস প্ল্যান্টের জন্য নির্বাচিত করা হলেও এস আলম গ্রুপের মতো সম্পূর্ণ নতুনদের জন্য ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লা প্ল্যান্টের চুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ফোলানো তথ্যে বিপাকে মজুত

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমান গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার অন্যতম কারণ হলো সঠিক তথ্য না দেওয়া। টাকার মজুতের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিসংখ্যানেও সরকার রাজনীতিকরণ করেছিল। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ২০২১ সালের জন্য নির্ধারিত ২৪ হাজার মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দাবি করা হয়েছিল, যাতে ৩ হাজার মেগাওয়াটের নন-গ্রিড ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ৪৫০ মেগাওয়াটের সোলার হোম সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে এগুলোকে গ্রিড ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

সরবরাহে ৭-৮ শতাংশ চুরি

উচ্চ ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের সময় গ্যাসের ক্ষতি ১০-১২ শতাংশে পৌঁছায়; এর ৭-৮ শতাংশই চুরি হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়; যা প্রায় ২০০ মিলিয়ন সিএফডি। আর এই গ্যাসের মূল্য এলএনজি আমদানির হিসাবে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। এই আস্থা থেকে উত্তরণে কমিটি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি বরাদ্দ ও মূল্যায়ন নীতিতে সংস্কারের সুপারিশ করেছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যয়ে সন্দেহ

রুশ প্রতিষ্ঠান রোসাটমের সঙ্গে ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি সই করে রূপপুরে দুটি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভিভিইআর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে ২০১৬ সালে। প্রাথমিক খরচ ৫৫০ মিলিয়ন ডলারসহ মোট খরচ হবে ১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। রাশিয়া ১১ দশমিক ৩৮৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে, যার সুদের হার লাইবর প্লাস ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ। তবে অনেকে মনে করেন, এই চুক্তি অতিমূল্যায়িত এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্ল্যান্টগুলোর একটি।ভারতের তামিলনাড়ুর কুদাঙ্কুলাম নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিটও একই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিচ্ছে। সেখানে তারা ২ হাজার মেগাওয়াটের জন্য খরচ নিচ্ছে ৬ দশমিক ৭২১৫ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া রোসাটম মিসরে ৪ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে, যার আনুমানিক খরচ ৩০ বিলিয়ন ডলার।

এলএনজিতে ক্ষতি ৩০০০ কোটি টাকা

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবছর এলএনজিতে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। এ ছাড়া চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের মোট বকেয়া প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা (৪ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার)।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-544-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

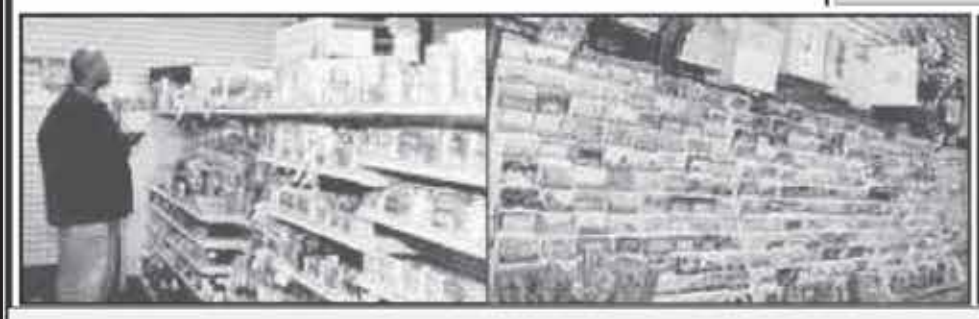
PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

212-691-4343

seemagulianiesq@gmail.com

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে



আফতাব চৌধুরী

আমাদের দেশে ২০১৩ সালে প্রণীত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন। দেখতে দেখতে ১১ বছর অতিক্রান্ত হল। স্বভাবতই এত বছর পরে 'কী পাইনি, তার হিসাব মিলাতে' হয়। কী চেয়েছি, চাওয়া উচিত-তাও ভেবে দেখা দরকার। ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী আইন যখন তৈরি হয়, তখন খানিকটা দায়ে পড়েই, নানাবিধ দাবির চাপে জাতিসংঘের সম্মেলনটি হয়। ২০০৬-সালে হল ইউ এন কনভেনশন। প্রতিবন্ধীদের নিয়েই। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নানান দাবির পরিপ্রেক্ষিতে।সে দাবির চাপ আরো কিছুটা বেশিই-নানা কারণে। এই কুড়ি বছরে প্রতিবন্ধীদের 'সংজ্ঞা' সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সমাজের আরো পাঁচজন মানুষের সম্পর্কের কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। তাঁদের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিবন্ধীদের সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মীদের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে প্রতিবন্ধীদের অনুপ্রবেশের তীব্র সদিচ্ছা আর তার জন্য 'বিশেষ ধরনের সক্ষমতা' অর্জনের দ্রুততা বিস্ময়করভাবে বেড়েছে। প্রতিবন্ধীদের নিজেদের মর্যাদাবোধ, অধিকারবোধ জাগ্রত হয়েছে। এগুলো সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতিসংঘকে ভাবাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাবা হচ্ছে নতুন দিশায়।

প্রতিবন্ধীদের স্ব-পক্ষে ২০১৩-তে যে কথগুলো বলা হয়, সেগুলো মূলত তাঁদের যে অসম্পূর্ণতা, সেগুলোকে নৈতিক সহায়তা দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া। আইনটির তাই একটি সুন্দর নামকরণ হয় ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন। এখানে সুযোগের সমান্তরালতার কথা, অধিকার সুরক্ষিত করার কথা আর পূর্ণ অংশ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই আইন বাস্তবে রূপায়ণের দুটি স্পষ্ট প্রাথমিক অভিমুখ। প্রথমত, প্রতিবন্ধী মানুষজনকে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। এটা তাঁরা নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে পারেন না। সহায়তা দরকার। পারিবারিক তো বটেই। অনেক বেশি মাত্রায় সরকারি। পাশাপাশি বেসরকারি সহায়ত-াদানকারী সংগঠনও উপস্থিত। তারা নানা উপায়ে প্রতিবন্ধী মানুষজনকে সক্ষম করবেন। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল পরোক্ষ সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষিতায়। প্রতিবন্ধীর সক্ষমতা অর্জন আর নির্ধারিত উপায়গুলোর মাঝখানে আবার অনেকগুলো দরজা। সেগুলোর অনেকগুলোই বন্ধ। কিছু কিছু ভেজানো বা আধা বন্ধ। বন্ধ দরজাগুলোর চাবি আর ঘোরালেও খোলে না। আধা বন্ধ যেগুলো সেগুলোর খোলার প্রতীক্ষায় অগণিত প্রতিবন্ধী মানুষজনের সংখ্যাধিক্য, সুতরাং সমস্যাধিক্য ঘটতে থাকে বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশেও। সুতরাং প্রথম যে দিকটি সমস্যাসঙ্কুল-প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষম হয়ে ওঠে তা কার্যত মুষ্টিমেয় মানুষের কাছেই পৌঁছায়। বাকিরা অন্ধকারে। এবার এর দ্বিতীয় অভিমুখ। সুযোগ, অধিকার আর অংশগ্রহণ-এই তিনটি কথা আইনে আছে। এগুলো পাবার কথা প্রতিবন্ধীদের। কে দেবেন? না, রাষ্ট্র আর তার অধস্তন প্রতিটি পরিকাঠামো। ভাবতে হয়, তাঁরা দেবেন কেন? তাঁরা নিজেরাই কি ওই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষজনকে সত্যিই সমান সুযোগ পাবার অধিকারী মনে করেন? না, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের উপযুক্ত বলে মনে করেন? আর সুযোগ কীসের? হয় শিক্ষা, নয় প্রশিক্ষণ অথবা চাকরির। শিক্ষা কোথায় হবে প্রতিবন্ধীদের? সরকার ভাবছে বিশেষ স্কুলে! বিশেষ প্রশিক্ষণ কী হবে, হয়তো ধূপকাঠি বানানো অথবা ওই



হাত-পা-ওয়ালা, স্বাভাবিক, সর্বাঙ্গসুন্দর সবল মানুষই চাকরি পাচ্ছেন না, তো আপনি! একজন প্রতিবন্ধী! এই হল আইনের পরিণতি। অধিকারের কথাতেও সেই প্রশ্ন। যিনি দেখতে, শুনতে পান না, চলতে পারেন না, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারই বা কি আর সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারই বা কি! এতসব কিছুর পরে পূর্ণ অংশগ্রহণের কথাটি, বলা বাহুল্য অবান্তর।

জাতীয় গড়পড়তা অন্য কিছু। আর চাকরি? শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যদি যথেষ্ট আধুনিক, মানবসম্পদ আরো নির্ভরযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয় তবেই না চাকরি? হাত-পা-ওয়ালা, স্বাভাবিক, সর্বাঙ্গসুন্দর সবল মানুষই চাকরি পাচ্ছেন না, তো আপনি! একজন প্রতিবন্ধী! এই হল আইনের পরিণতি। অধিকারের কথাতেও সেই প্রশ্ন। যিনি দেখতে, শুনতে পান না, চলতে পারেন না, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারই বা কি আর সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারই বা কি! এতসব কিছুর পরে পূর্ণ অংশগ্রহণের কথাটি, বলা বাহুল্য অবান্তর।

সামাজিক বা মানবিকভাবে অস্বস্তিকর এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য প্রতিবন্ধী মানুষকে। তাঁদের নিয়ে কাজ করেন যেসব সমাজকর্মীরা তাঁরাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন প্রায়শই নানা প্রান্ত থেকে। আইনি পরামর্শ নিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত একশো শতাংশ সফলতা আসেনি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে যে আইনি সহায়তার কথা বলা আছে, এখন এসে দেখা যাচ্ছে, তা বর্তমান সময়ের জন্য খানিকটা আংশিকতা দোষে দুষ্ট। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই আইনটির মাধ্যমেই প্রথম প্রতিবন্ধী মানুষজ-নর জন্য আইন করে সামাজিক বা অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষার কথা ভাবা হয়। কথাটি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই। তবে একথাও ভেবে দেখার মতো ওখানে যে ভাবনাগুলো ভাবা হয়েছিল প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য, তা মূলত সমাজকল্যাণমুখী অথবা চিকিৎসা-পরিষেবামূখী। ফলে উদ্দিষ্ট মানুষজনদের প্রকৃত উন্নতি বিধান কিছুটা বিঘ্নিত হয়। তবে একেবারেই যে কিছু হয়নি, তা বলা যাবে না। এই প্রতিবন্ধী আইন অনেক সচেতনতা বাড়িয়েছে। বহু মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষজনদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফলে ক্রমশ প্রতিবন্ধী আইনের ছত্রতলে নানা ধরনের কাজ করতে করতে আইনটির সীমাবদ্ধতার দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে।

২০০৬-র ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ইউ এন কনভেনশন মানবাধিকারের সঙ্গে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারকে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট করে এক উদার, শীলিত, সম্মানজনক, কল্যাণমুখী, মানবমূল্যনিহিত মানসিকতা তুলে ধরতে পেরেছে, যা মানব মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে। তাই, কনভেনশনে প্রতিবন্ধী মানুষজনের নানাবিধ অধিকার আর সর্বোপরি মানবাধিকারের দাবি নিয়ে যে প্রস্তাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়, সেগুলো কিছুটা অন্য বার্তা পৌঁছে দেয়। সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ঃ সমানাধিক-ার, সহজগম্যতার অধিকার, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি। শেষোল্লিখিত অধিকারটির আলোতেই বাকি সমস্ত অধিকারের কথাকে আলোকিত করা হয়েছে। সম্প্রসারিত করা হয়েছে প্রতিবন্ধীর অধিকার।

কনভেনশন মূল যে জায়গাটিতে প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন-এর চেয়ে খানিকটা এগিয়ে ভাবতে চেয়েছে তা মূলত ঐঁসধহ জরমযঃং-র বিষয়টিকে মূল্য দিতে পেরেই। তাই সে এখন সমাজকেই সক্ষমতা অর্জন করতে বলে, 'উপায়' খুঁজতে বলে। প্রতিবন্ধীকে নয়। আর ঐ যে সহজগম্যতার কথাটি সেটিকেও পরিবেশগত ধারণা থেকে সরিয়ে অনেকখানি দৃষ্টিভঙ্গিগত ধারণায় পরিবর্তিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী আইনের এই যে সুরক্ষা, সুযোগ আর অংশগ্রহণ এই তিনটি বিষয়কে প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য বলে মনে করা হয়েছিল-কনভেনশন মনে করে তা প্রতিবন্ধীদের অধিকৃত অর্থাৎ সমস্ত মানুষের মতো তাদের জন্য আছেই। তাদের জন্য এগুলো বিশেষভাবে ব্যবস্থা করে দিতে হবে-এই মানসিকতা বিসর্জন দেবার সময় এসেছে বলে কনভেনশনে মনে করা হয়েছে। যা আছে, তা নতুন করে দেবার কিছু নেই! মানসিকতার এই বিরাট পরিবর্তনে আসলে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের অধিকারগুলোই সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য সকল মানুষের মতো করেই সম্প্রসারিত হয়ে যায়। তাদের জন্য ঝঢ়বপরধষ ঝপযড়ড়ষ-র দরকার হয় না। প্রশিক্ষণ তারা ইচ্ছে করলে আজ কম্পিউটার কিংবা ফুড প্রসেসিং যে-কোনো বিষয়েই নিতে পারেন, অন্যান্য সকলের মতোই। এতে চাকরির ক্ষেত্রটিও সুবিস্তৃত ও সমান্তরাল হয়ে যায় সুতরাং অনায়াসেই।

কনভেনশনে বলা হয়, আমাদের মনের বাধাগুলোই আগে ভাঙতে হবে। একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ, যিনি হুইল চেয়ারে নিজের কাজকর্ম যথেষ্ট দ্রুত ও সপ্রতিভভাবেই করে চলেন, তাকে যে-কোনো স্থানে, যে কোনো কাজ দিতে আমাদের মন যেন দ্বিধান্বিত না-হয়। শুধু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। হুইল চেয়ারটি সহজে যেতে পারে যেন সমস্ত জায়গায়। লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, শোচাগার অথবা আমোদ-প্রমোদস্থলগুলোতে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছাতে তার যেন কোনো অসুবিধে না হয়-তার ব্যবস্থাপনা দরকার। এমনই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের সূত্র ধরে এসে আরে একটি সম্প্রসারণ ঃ সার্বিক অন্তর্ভুক্তি। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী বলে কোনো মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিলে একদিন তা সমাজের অগ্রগতিকেই যে স্তব্ধ করে দেবে-একথা বলা বাহুল্য।

সাংবাদিক-কলামিস্ট।
সদস্য- জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, সিলেট।





এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ড. ইউনূসের হাতেই ট্রাম্প কার্ড



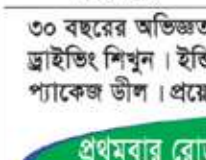
প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নই। বিনিয়োগ বন্ধ। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ব্যবসা গোটানোর চেষ্টা করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে কোনো লাভ যে হয়নি- তা কি আর বলতে হয়! শুধু কথা বলার জন্য একজন মানুষকে এভাবে সরিয়ে দেয়ার মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতার কোনো ছাপ নেই। বরং চাপের কাছে নতি স্বীকার করার একটি বাজে উদাহরণ। এই চাপ বাইরের নয়, ঘরের ভেতর থেকেই এসেছিল।

ঘরের ভেতরের চাপে প্রফেসর ড. ইউনূস ক্লান্ত। এককভাবে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না। একজন একান্ত সচিব নিয়োগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে কেন জানি মনে হয়, তিনি নাটকীয় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যেমনটা করেছিলেন জরুরি জমানায়। যাদের দিয়ে রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তিনি দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। যা এখনো ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

কথায় কথায় দাবি আদায়ের আন্দোলন। শ্রমিক আন্দোলন তো নিত্যদিনের ঘটনা। বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা। ছাত্ররাও তুচ্ছ ঘটনায় সবকিছু ওলটপালট করে দিচ্ছে। এর ফলে বন্ধ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সর্বশেষ চট্টগ্রামে যা ঘটে গেল তা কিন্তু অশনিসংকেত। পরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে। সরকার হটানোর অন্য এক কিসিমের ষড়যন্ত্র। রাজনীতিবিদরা সরকার বাঁচাতে মরিয়া। অথচ তাদেরকে সন্দেহের চোখেই দেখছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন। গোড়াতেই বলা হয়েছিল জাতীয় সরকারই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। কিন্তু এক অদৃশ্য কারণে সে পথে তারা হাঁটেন নি। আবেগের কাছে তারা হেরে বসেছিলেন। এখন তো বুড়িগঙ্গায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় একটাই পথ-আশু নির্বাচন। যত দেরি হবে নির্বাচন ততই রাজপথ উত্তপ্ত হবে। ঘেরাও-অবরোধ পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। মানুষ বিকল্প পথ খুঁজবে। পুরনো স্মৃতি খুঁজে বেড়াবে। সংকট কি তাহলে এভাবেই জাতিকে গ্রাস করবে? সেনাবাহিনী সামনে আসতে চায় না। তারা পর্দার আড়ালেই থাকতে চায়। এই সরকারের সাফল্যের উপর নির্ভর করে আগামী দিনের রাজনীতির ভবিষ্যৎ। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে সামনে বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। টানেলের অপরপ্রান্ত এখনো অন্ধকার। নিজের ইমেজ রক্ষায় কী করা উচিত প্রফেসর ড. ইউনূস তা ভালো করেই জানেন। আসলে তার হাতেই ট্রাম্প কার্ড।

সৌজন্যে জনতার চোখ

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)
Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil
Biryani
House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
* Minimum $10000 cash
purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com



নভেম্বরে দেশের ৯ ব্যাংক কোন রেমিট্যান্স পায়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রবাসীরা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন ব্যাংকও।

জানা গেছে, টানা ৪ মাস ধরে মাসে ২ বিলিয়ন ডলারের ওপর রেমিট্যান্স পাঠালেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ২৬ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে)। প্রতিদিন গড়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৭ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। একক মাস হিসেবে গত বছরের তুলনায় এ বছরের নভেম্বরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১২.২৫ শতাংশ। গত বছরের নভেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯৩ কোটি ডলার। তার আগের বছর ২০২২ সালের নভেম্বরে এসেছিল ১৬০ কোটি ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৮২ কোটি ৪২ লাখ ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৪ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১২২ কোটি ৩১ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। আর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ১১৩ কোটি ৭৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

এদিকে ৯টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স পাঠাননি প্রবাসীরা। সেই ব্যাংকগুলো হলো- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাবাক। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে- কমিউনিটি ব্যাংক, সিটিজেন্স ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক। আর বিদেশি খাতের মধ্যে রয়েছে- হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার, আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার, অক্টোবরে এসেছে ২৪০ কো?টি ডলার এবং সবশেষ নভেম্বরে এসেছে ২২০ কোটি ডলার। অর্থাৎ অর্থবছরের টানা ৫ মাস ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুই হাজার ৩৯২ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দুই লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকা। রেমিট্যান্সের এ অঙ্ক এ যাবৎকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে, দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

বেসরকারি ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ব্যাংক থেকে ডলারের দর বেশি মিলছে। সেটা খোলাবাজারের দরের সমান হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক খাতের ওপর প্রবাসীদের আস্থা বাড়ায় হুন্ডির দৌরাত্ম্য কমেছে।

ব্রঙ্কসে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশীর মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিকে স্থানীয় ক্যাসেল হিল এবং বার্কনার বুলোভার্ডের সংযোগস্থলে রাস্তা পারাপারের সময় একটা গাড়ী তাকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জানা গেছে, নিহত জালাল উদ্দীন শাহী দীর্ঘ ১২ বছর যাবত ব্রঙ্কসের ক ্যাসলহিল এলাকায় বসবাস করছিলেন। তার দেশের বাড়ী সিলেটের শিবগঞ্জে। যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে তিনি সিলেট বন্দর বাজারে তার 'লন্ডন ফটো স্টুডিও' নামে ব ্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো। মৃতু ্যকালে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তারা দেশে বসবাস করেন। তার বড় ভাই জামাল উদ্দীন নিউইয়র্কে এমটিএ-তে কর্মরত।





নিউইয়র্কে আইকনিক স্টার অ্যান্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিপ্লব, সামিনা চৌধুরী, আঁখি আলমগীর, ফবাশির তেজি খান, স্বপ্নীল সজিব, নাজু আখন্দ, এশা রহমান, মিস্টি জান্নাত, মন্দিরা চক্রবর্তী, মিলা হোসেন, নিবির আদনান নাহিদ, রেশমি মির্জা, তানভীর তারেক, শার্মিলা মাইতি, দেবাশীষ বিশ্বাস, শারমিনা শিরাজ সোনিয়া, সাদিয়া খন্দকার, মোঃ মনির হোসেন যুবরাজ, জারিন তাসনিম, এম এ ওয়াহিদ, আমজাদ হোসেন, গৌতম সাহা, মোঃ শাহাদাত হোসেন সুমন, ওয়ালী সুজন, শামীম হোসেন, নানজিবা খান ও হিমেল আশরাফ। শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন অতিথি আহমদ শরীফ, কাজী মারুফ, সামিনা চৌধুরী, শিরিন বকুল, আকাশ রহমান, ফাহাদ সোলায়মান, রাসেক মালিক, আফতাব বিন তমিজ, লিটন আহমেদ, এশা রহমান ও পিয়াল হোসেন, আজাজ খান স্বপন, মোঃ খলিলুর রহমান ও বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে-সামিনা চৌধুরী, শামীম হোসেন, রেশমি মির্জা, ইমন নিরব, পায়েল, নাজু আখন্দ, ফাবাশির তেজি খান, স্বপ্নীল সজিব, মিস্টি জান্নাত, নাহিদ, জারিন, সামিয়া, নাইরিতা, আলভান ও শাগনিক। ফ্যাশন শোতে যারা অংশ নিয়েছেন তারা হলেন-বিদ্যা সিনহা মিম, তানজিন তিসা, জারিন, সজল, নিবির, মেরি ও আকাশ রহমান। কোরিওগ্রাফার: শাহাদাত হোসেন সুমন ও গৌতম সাহা। ডিজাইনার: নুসরাত আয়েশা ও প্রিন্স মাহমুদ।





টিউশন ফি ছাড়া ভর্তির সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২ লাখ ডলারের কম আয়সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীরা এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)-তে টিউশন ফি ছাড়াই ভর্তি হতে পারবেন। এমন ঘোষণা দিয়েছেন এমআইটি কর্তৃপক্ষ। ২০২৪ সালের শরৎকাল থেকে ২ লাখ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ কোটি ৪ লাখ টাকা) কম আয়সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবেন। এই পদক্ষেপটি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আরো বেশি শিক্ষার্থীর জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, যাদের আর্থিক অবস্থার কারণে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তি হওয়া কঠিন।

এমআইটির নতুন আর্থিক সহায়তার নীতি অনুযায়ী ২ লাখ ডলারের নিচে আয়সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে যে, আগামী ক্লাসের ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী এই সুবিধা পাবেন। এছাড়াও যাদের পরিবারের আয় ১ লাখ ডলারের নিচে, তাদের জন্য এমআইটিতে সম্পূর্ণ টিউশন ফি ফ্রি হবে। এর মধ্যে টিউশন, আবাসন, খাবার, ফি এবং বই ও ব্যক্তিগত খরচের জন্য একটি ভাতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এছাড়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এ সিদ্ধান্তটি আরো বড় একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে। অনেক বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা তাদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের পথ আরো সুগম করে তুলবে। যারা আর্থিক কারণে বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারতেন না, তাদের জন্য এখন এমআইটিতে ভর্তি হওয়া একটি বাস্তবতা হয়ে উঠবে। এমআইটির এই পদক্ষেপটি শুধু আমেরিকান শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করবে। এটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ প্রদান করবে।

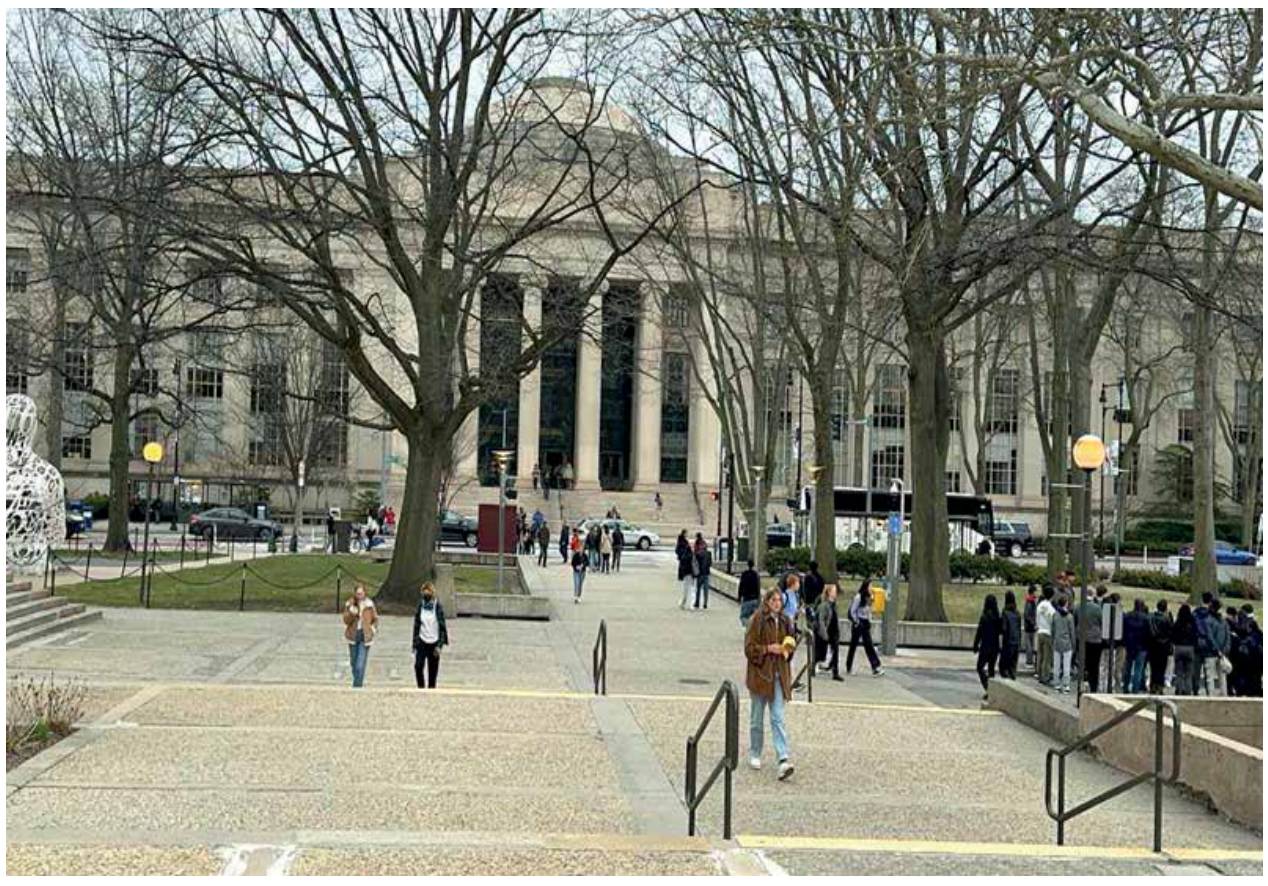
এমআইটি প্রেসিডেন্ট স্যালি কর্নব্লুথ বলেন, এমআইটির শিক্ষা মডেল, যা তীব্র, চ্যালেঞ্জিং, বিজ্ঞতা ও প্রকৌশলে ভিত্তি করা, শিক্ষার্থীদের ও সমাজের জন্য গভীর ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, কলেজের খরচ একটি প্রকৃত উদ্বেগ এবং আমরা এই রূপান্তরকারী শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাটি সবচেয়ে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে উপলব্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই যে কোনো শিক্ষার্থী যে এমআইটিতে আসার স্বপ্ন দেখে: খরচ নিয়ে উদ্বেগ যেন আপনার পথে বাধা না হয়।

এমআইটি, আমেরিকার শীর্ষ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত এবং ফোর্বস দ্বারা দেশের তৃতীয় শীর্ষ সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এডুকেশন ডাটা ইনিশিয়েটিভ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য এমআইটির টিউশন ছিল ৫৭ হাজার ৯৮৬ ডলার, যা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়ভাবে চার বছরের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গড় খরচ ৩৯ হাজার ৪০০ ডলারের তুলনায় অনেক বেশি। এমআইটির ভর্তি ও ছাত্র আর্থিক সেবা বিভাগের ডিন স্টুশিল বলেন, এই আর্থিক সহায়তার উদ্যোগটি আমেরিকার সবচেয়ে যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য শীর্ষস্থানীয় শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি করে, তাদের পরিবারের আয়ের ওপর ভিত্তি না করেই। তিনি আরো বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, এমআইটিকে দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। আজকে আমাদের প্রদত্ত চাহিদাভিত্তিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে, আমাদের শিক্ষা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সাশ্রয়ী হয়েছে।

এই টিউশন ফ্রি আর্থিক সহায়তা উদ্যোগটি সম্ভব হয়েছে এমআইটির অ্যালামনাই এবং বন্ধুদের উদার দানের মাধ্যমে। এমআইটি ইতিমধ্যে আমেরিকার ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, যা আবেদনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়টি ঐতিহ্যগতভাবে ঋণগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ দেয় না এবং দাতা বা অ্যালামনাই পরিবারের সন্তানদের জন্য 'অ্যাডমিশন অ্যাডভান্টেজ' প্রদান করে না।এটি এমআইটির নীতি। এমআইটি আরো জানিয়েছে যে, এ নতুন আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হবে, তাদের আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে। এ টিউশন ফ্রি আর্থিক সহায়তা উদ্যোগটি উচ্চশিক্ষায় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে, যা প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি করবে, যারা আর্থিক কারণে তাদের শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে পারতেন না।

টিউশন ফ্রি আর্থিক সহায়তা উদ্যোগটি শুধু আমেরিকান শিক্ষার্থীদের জন্যই একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নয়, বরং বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। বিশেষ করে বাংলাদেশের এবং অভিবাসী কমিউনিটির শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ থেকে বড় উপকার পাবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা যাদের শিক্ষার পথে বাধা ছিল, তাদের জন্য এমআইটির এই উদ্যোগটি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখন এমআইটিতে তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে আরো একধাপ এগিয়ে যেতে পারবে এবং এর মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সুত্র অনলাইন পোর্টাল বাংলা প্রেস



২১ আগস্ট গ্রেনেড মামলার বিচার প্রক্রিয়া অবৈধ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিচারিক আদালতের রায়কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ৪৯ আসামিই মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন।

রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, এ মামলায় দোষীদের দুর্বল ও শোনা সাক্ষীর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন বিচারিক আদালত। সাক্ষীরা ঘটনার বর্ণনা দিলেও কে গ্রেনেড ছুড়েছেন, তা বলেননি।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত হন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পর পুনঃতদন্তে তারেক রহমানসহ ৩০ জনকে আসামি করে ২০১১ সালের জুলাইয়ে যে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া হয়, সেটিকেও অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপি ও আসামির আইনজীবীরা। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেছেন, 'সত্যের সৌন্দর্য হলো, অপপ্রচার এবং ষড়যন্ত্রের ওপর তা অনিবার্যভাবে জয়লাভ করে। তা আমাদের এই বিশ্বাস দেয়, অবশেষে ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা বিজয়ী হয়।'

তবে আওয়ামী লীগের সময়ে যারা ২১ আগস্ট মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী ছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। রায়ের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ।

যে কারণে অবৈধ

বিচারিক আদালতের বিচার অবৈধ ঘোষণা করায় ২৪ জনকে হত্যার বিচারের ভবিষ্যৎ কী, তা অস্পষ্ট। মামলাটি পুনঃতদন্ত এবং বিচার হবে কিনা, তা হাইকোর্টে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর জানা যাবে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। কেউ কেউ বলছেন, বিচার ছাড়াই মামলাটির অবসান ঘটেছে। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, 'রায়ের কারণ দেখে ও নির্দেশনা নিয়ে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, মামলার প্রধান আসামি মুফতি হান্নানকে ৩৪৭ দিন রিমান্ডে রেখে ২০১১ সালের ৭ এপ্রিল ছয় পৃষ্ঠার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করা হয়। এতেই প্রথমবারের মতো ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় তারেক রহমানের নাম আসে। তিন মাস পর ৩ জুলাই অভিযোগপত্রে তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ বিএনপি নেতা এবং ২০০৪ সালের আগস্টে দায়িত্বে থাকা পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ সংগঠন হরকাতুল জিহাদ (হুজি) নেতা মুফতি হান্নান জীবদ্দশায় এ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অস্বীকার করে তা বিচার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে বিচারিক আদালতে দুটি আবেদন করলেও তা খারিজ করা হয়। পরে ২০১৩ সালে উভয় আবেদনের বিপরীতে হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের করেন। ওই বছরের ২২ এপ্রিল আবেদন উপস্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ হয়।

২০১৭ সালের ১২ এপ্রিল অন্য মামলায় মুফতি হান্নানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তিনি জীবদ্দশায় আদালতে তারেক রহমানসহ সম্পূরক অভিযোগপত্রে আসামি করা ৩০ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেননি। মুফতি হান্নানের জবানবন্দি গ্রহণকারী বিচারক এ এইচ এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হন।

বিচারিক আদালতে ২১ আগস্ট মামলায় দণ্ডিত আসামিদের আপিল এবং ডেথ রেফারেন্স অনুমোদনে হাইকোর্ট শোনা সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ মুফতি হান্নানের জবানবন্দির ভিত্তিতে তৈরি করা অভিযোগপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভী রহমানসহ ২৪ জনকে হত্যা এবং আওয়ামী লীগের তিন শতাধিক নেতাকর্মী আহতের ঘটনায় সে সময়েই হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকার বিচারিক আদালত লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিদের ১৪ জন ছিলেন হুজি সদস্য।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হাইকোর্টে নতুন করে এ দুই মামলার শুনানি শুরু হয়। রায় ঘোষণার সময়ে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার। আসামিপক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও শিশির মনির। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল প্রমুখ।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও খালাসের কারণ

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, মুফতি হান্নানের জবানবন্দির আলোকে যে দ্বিতীয় অভিযোগপত্র নেওয়া হয়েছে, সেটি ছিল অতি মাত্রায় বেআইনি। এ ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা হয়নি। প্রথম অভিযোগপত্রটিও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ওই অভিযোগপত্রটিও মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে তৈরি। যা তিনি পরে প্রত্যাহার করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া ২৫ সাক্ষীর কেউই বলেননি, কে গ্রেনেড ছুড়েছে বা কাউকে ছুড়তে দেখেছেন। ফলে প্রকৃত খুনি কে, এর প্রমাণ নেই। শুধু স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অন্য আসামিকে সাজা দেওয়া যায় না।

রায়ের পর আইনজীবী শিশির মনির বলেন, বিচারটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আদালত বলেছেন, এক সাক্ষীর সঙ্গে আরেক সাক্ষীর মিল নেই। শোনা সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সে জন্য তারেক রহমান, লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সবাইকে আদালত খালাস দিয়েছেন।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেউ স্বচক্ষে ঘটনা দেখেছেন এমন প্রমাণ নেই। যাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর নির্যাতন করে নেওয়া হয়েছে। মুফতি হান্নানই দুটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় জবানবন্দিটি পরে তিনি প্রত্যাহার করেন। তাই এর আইনি ভিত্তি নেই।

রায়কে স্বাগত জানিয়ে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান বলেন, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মামলা প্রমাণিত হয়নি। দ্বিতীয় অভিযোগপত্রে যাদের আসামি করা হয়েছে, তা আইনিভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ঘটনাস্থলে কে গ্রেনেড ছুড়েছে, তা সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তিতে নেই।

জয়নুল আবেদীন বলেন, অভিযোগপত্রে তারেক রহমানের নাম ছিল না। তাঁকে সাজা দিতে পরে আব্দুল কাহার আকন্দকে (সর্বশেষ তদন্ত কর্মকর্তা) দিয়ে এ মামলায় জড়ানো হয়। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তারেক রহমানকে সাজা দিয়ে চিরজীবন দেশের বাইরে রাখতে চেয়েছিল। সরাসরি সাক্ষ্য না থাকলে কাউকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দেওয়া যায় না।

ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, শেখ হাসিনা ২০০৪ সালে ১৬১ ধারা জবানবন্দি দেন, সেখানেও তারেক রহমানের নাম ছিল না। ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তারেক রহমানকে মামলায় জড়ান।

ফিরে দেখা

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে ২১ আগস্ট মামলার জন্য পুলিশ জজ মিয়া নামে নোয়াখালীর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁর কাছ থেকে হামলায় দায় স্বীকার করে 'জবানবন্দি' আদায় করে। যা 'জজ মিয়া নাটক' নামে খ্যাত।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন করে তদন্ত শুরু করে। ২০০৮ সালের ১১ জুন জজ মিয়াসহ ১৭ জনকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন অভিযোগপত্রে হুজি নেতা মুফতি হান্নান, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, তার ভাই মাওলানা তাজউদ্দিনসহ ২২ জনকে আসামি করা হয়। এতে বলা হয়, শেখ হাসিনাকে হত্যায় বিদেশি জঙ্গিদের সহযোগিতায় ২১ আগস্ট হামলা করে হুজি। তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে ইন্ধন ছিল এতে। হামলায় ব্যবহৃত আর্জেস গ্রেনেড আসে পাকিস্তান থেকে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পর ২০০৯ সালের ২২ জুন অধিকতর তদন্তের আগের আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। দুই বছর পর তারেক রহমানসহ ৩০ জনকে আসামি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। আসামির সংখ্যা হয় ৫২। তিনজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় অন্য মামলায়।

দণ্ডিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সালাম পিন্টু ছাড়াও এনএসআইর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিমকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন বিচারিক আদালত। বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরী, শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরীকে এক মামলায় দুই বছর এবং অপর মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় দায়িত্ব রয়েছেন।

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) মো. আশরাফুল হুদা ও শহুদুল হক, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাগনে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (অব.) সাইফুল ইসলাম ডিউক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাইফুল ইসলাম জোয়ার্দার, ডিজিএফআইর মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন, ডিএমপির সাবেক উপকমিশনার (দক্ষিণ) খান সাঈদ হাসান, আরেক সাবেক উপকমিশনার (পূর্ব) ওবায়দুর রহমান খানেরও সাজা হয়েছিল।

ড. ইউনূসের হাতেই ট্রাম্প কার্ড



রাজনৈতিক ভাষ্য

এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্যেই এসেছিল নয়া সরকার। পতন হয়েছিল শেখ হাসিনার ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের। আন্দোলনের মূল শক্তি ছাত্ররা বেছে নিয়েছিল প্রফেসর ড. ইউনূসকে। শুরুতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনূসের ঘোরতর আপত্তি ছিল। প্যারিসে বসেই তিনি প্রথম দফা আলোচনায় জানিয়েছিলেন তার পক্ষে দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। ২০০৭ সনেও তার সামনে এই অফার এসেছিল। উপায়ান্তর না দেখে ছাত্ররা ফের যোগাযোগ করে প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে। অব্যাহত চাপের মুখে প্রফেসর ইউনূস সায় দেন। কেটে যায় সব অনিশ্চয়তা। সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ৮ই আগস্ট প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস দেশে ফেরেন। সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ নেন। তার হাতে তখন একাধিক তালিকা। রাজনৈতিক দলগুলোও উপদেষ্টাদের তালিকা দিয়েছে। ছাত্রদের তরফেও কিছু নাম চূড়ান্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত নেন ড. ইউনূস। নিজ হাতে কেটে দেন পাঁচটি নাম। তখনো রাজনৈতিক দলগুলো জানতো না তিনি একক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বঙ্গভবনে শপথ নেয়ার সময় উপদেষ্টাদের নাম দেখে অনেকেই হতবাক হন। বেশির ভাগই তো দেখা যাচ্ছে হয় গ্রামীণের কর্মকর্তা না-হয় কিছু এনজিও ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে যেটা 'এনজিওগ্রাম' সরকার হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। তখন থেকেই সমালোচনা শুরু। বলা হয়, এটা ভুল সিদ্ধান্ত। এরমধ্যে কয়েকজন আছেন যারা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে একটি শব্দও বলেননি। এমন কি উপদেষ্টাদের বৈঠকেও তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুপ থাকেন। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা আছেন যিনি গোড়া থেকেই সরে যাওয়ার জন্য এখানে-সেখানে তদবির করছেন।

অতি সম্প্রতি একজন ইউটিউব তারকার কাছে নিজেই বলেছেন- আমি ব্যর্থ। আমার ওপর একটা রিপোর্ট লিখে দাও। কী অসহায় অবস্থা দেখুন! অথচ জনগণ বলছে উপদেষ্টা বদলান। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেও বলা হচ্ছে। সরকারপ্রধান শুনছেন না। তার সঙ্গে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেন এমন কয়েকজন বললেন, তিনি যখন একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন তখন আর পেছনে ফিরে তাকান না। হাজার সমালোচনা হলেও তিনি থাকেন নিশ্চুপ, অনড়। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে এটা সম্ভব। রাজনীতিতে এটা আত্মঘাতী।

সময় যত গড়াচ্ছে ততই সংকট তীব্র হচ্ছে। নির্বাচনের দাবি জোরালো হচ্ছে। সংস্কার মাঝপথে যেকোনো সময় হোঁচট খেতে পারে এই আশঙ্কা চারদিকে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান সংস্কারকে উচ্চাভিলাষী বলে মন্তব্য করেছেন। পতিত স্বৈরাচার নানা খেলায় লিপ্ত। বিদেশে বসে গুজব আর দেশে নানা তৎপরতা। এ পর্যন্ত শতাধিক ছোট-বড় নানা অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে সব ছিল সরকার হটানোর কৌশল।

রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থ না দেখে ড. ইউনূসের স্বার্থ দেখবে কেন? এরমধ্যে একটি রাজনৈতিক দল আছে যারা আগামী দশ বছরেও নির্বাচন চায় না। কারণ তারা মনে করে নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে ততই তাদের লাভ। এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে তারা ত্রিশ আসনের বেশি পাবে না। অপরদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলটি ক্ষমতায় না গিয়েও কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যর্থ হচ্ছেন। পতিত আওয়ামী লীগ পর্দার আড়ালে বসে খেলছে।

অনেকেই বলছেন দলটি আগামী দশ বছরেও সামনে আসতে পারবে না। বাস্তব অবস্থা কি তাই? গ্রামের মানুষ কী ভাবছে। শহরের মানুষ হিসেব করে কথা বলে। তারা ভোটে গেলে কী করবে। এটা সত্যিই অস্পষ্ট। এই যখন অবস্থা তখন গণমাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকা এক জরিপে বলছে, ৫৭ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেয়ার পক্ষে। এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো? মোটাদাগে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার যত ব্যর্থ হবে, ততই আওয়ামী লীগের সম্ভাবনা বাড়বে। বাংলাদেশে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। বিপ্লবোত্তর বহু দেশে এমনটা হয়েছে। নিকট অতীতে মিশর, তিউনেশিয়া ও ফিলিপাইনে একই পরিস্থিতি দেখা গেছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার শুরুতেই ভুল করেছে। বিপ্লবী সরকার হবে নাকি আধা বিপ্লবী, আধা সাংবিধানিক সরকার হবে- এটা নিয়ে বিতর্ক ছিল। কেউ কেউ এখন বলছেন, প্রেসিডেন্টের কাছে শপথ না নিয়ে শহীদ মিনারে কিংবা রাজু ভাস্কর্যের সামনে শপথ নিলে আজ হয়তো এই পরিস্থিতি হতো না। এটা যে অভিজ্ঞতার অভাব তা বোধকরি কারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। তাছাড়া মৌলিক কিছু বিষয়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নেয়াটাও ভুল ছিল। নিত্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। ব্যাংকে টাকা ে

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়



সাহিত্য সাময়িকী

অস্তিত্বের হর্ষাশ্ব
মতিন বৈরাগী

অলঙ্ঘ্য এবং অসম্ভব অরাজকতায় লুকিয়ে থাকে যে ব্যাধি
তার ঊর্ধ্বে চিরন্তন সত্যকে জানার অন্বেষণে
কেউ কেউ পেয়ে যায় ঋষির দিব্য-দৃষ্টি
তারা জেনে নিতে পারে বিস্মৃত দিনগুলোর লুপ্ত হরফ
পর্ব-পরতে অবগুণ্ঠিত তাজা ইতিহাস;
যা কেবল বেদনার কথাই বলে না, অনুষঙ্গে
আরো কিছু বেশির গৌরব-
আর যখন সংস্কৃতির বদ্ধ-কারাগার ভেঙে সে জেগে ওঠে
দেখতে পায় স্তেপের তৃণের ডগায় ঝলমলে আঁধার পেরুনো রৌদ্র
শনাক্ত করে জীবন্মৃত মানুষের হাড়গোড়ে লড়াইয়ের মানচিত্র
সংস্কৃতির বলিষ্ঠ বিবরণ যার মজ্জার গুণে বিভাময়
অস্তিত্বকে ঘোর থেকে জাগ্রত করে মাতৃভূমি, জ্বালিয়ে দেয়
তুষারের অংশত জাগ্রত, অংশত সুপ্ত
আচ্ছাদিত বরফভূমির ঘোর কুহক-
স্বপ্নের মতো
প্রথিত অস্তিত্ব প্রতীক
সংস্কৃতির নতুন অধ্যাসের বিরল জোছনা
খুলে দেয় সত্যের দরোজা-
রক্তের ভিতরে অসম্ভব জেগে ওঠে স্বপ্নে, রূপ বদলায়-
মানুষগুলোর হাতে হাতে নাচে সূর্যের সম্ভাবনা।

বলিষ্ঠ সংস্কৃতি; প্রগতির হর্ষাশ্ব,
শক্তখুরে ধুলির পথ ভেঙে ছোটে বন্দীত্বের মর্মমূলে
ভেঙে ফেলে আমিকে আমরার রূপান্তরে।

যে ডগা জন্ম নিল
সালেহ আহমদ

যে ডগা জন্ম নিল আলো ছায়ার পত্রালি
ছায়ার সাথে মিলে হলো আলোর মিতালি,
যে আকাশ খোলা আছে মায়ের মনের মতো
মনের ভেতর ভর করেছে ভাবনা কত-শত!

মনের ভেতর উথলে ওঠা সমুদ্দুরের ঢেউ
ডাক দিলো কে কোকিল সুরের মতো?
পাতার পরে বুলালো কে মিঠা রোদের আদর
গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে দেয়া একটু মায়ার চাদর!

নিজের কথার নিজেই শুনি নীল পাহাড়ের ঢালে
কে বাজালো অচিন সুরের হাওয়ার মধুর টানে,
পাহাড় সাগর সব কিছুই লাগছে খুবই চেনা
সাগর পাড়ের নিঝুম থেকে তাঁকে ডেকে দেনা!

ডাক দিলে-ও রাও করেনা, তবুও কাছে আছে
আছে বলেই সূর্য এমন ভাব করে তাকাচ্ছে,
রোদের আলোয় গাছের ডগা সবুজ হয়ে ওঠে
তাতেই সবার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া ফোটে।

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে থাকি
এমন মধুর সময় গুলোকে করলো দান?
না ঘুমানোর গভীর রাতে, অনুভবে আসে
সকল দুয়ার খুলে আসে আমায় ভালোবেসে!



হাঁসের বিল
দুলাল সরকার

আমার কি আর শান্তিনিকেতনের সাথে
দেখাই হবে না? তা না-হয় আমাকে
হাঁসের বিলে নিয়ে চলো---আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়--
তোমাদের সাথে দেখা হলে
ভালো হত। তা না হয়ত অন্ধকার
নেমে এলে সব ধ্রুপদী সঙ্গীত সুর হারিয়ে
আমাকে একা করে দেয়--- আর কেবলই
মনে হয় কখন চাপা পড়ি লরির তলায়;
তবে কি সব মানুষের রক্তেই ঘুমিয়ে আছে
কিছু পার্থিব সমস্যা, ন্যাড়া ছাদের আতংক?
তাই আমাকে জলভরা সুদূর
বিলের শ্যামতর নীল দৃশ্যের কাছে
নিয়ে চল--- যার পাশে স্থাপিত আমার
নির্জন বাড়ি, আমার বকুল উঠোন---
যেখানে আজো কান পাতলে শোনা যায়
কিছু বীণার আওয়াজ যা আমি জীবনের
এক পবিত্র অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে শালবীথি তলায়
শম্পা ও আমি শুনে শুনে কত কেঁদেছিলাম ----

খোঁজা খুঁজি
পুলিন রায়

সকালের পায়ে নুপুর ছন্দ,
মস্তিষ্কের প্রসারতায় নতুন মুদ্রা।
ওপারে মেঘলা আনমনে কুড়ায়
যাপিত জীবনের নুড়িপাথর,
এ পারে আমরা খুঁজি
চিত্তের বৈভবে আনন্দ-সুখ...

এবার একটু দূরে যাও
এম এ রহমান

এবার একটু দূরে যাও...
কাছে এলে দুরত্বরা বেড়ে যায়
ছায়ারা পালিয়ে যায়
তোমার আলোর তীব্র দ্রুতি
আমার গোপন কেড়ে নেয়
আমাকে আমার কাছে যেতে বাঁধা দেয়
তোমাকে কোথাও দেখি না তখন

এবার একটু দূরে যাও
যতটা দূরত্বে গেলে শুধু তোমাকেই দেখি
তোমার ঘ্রাণেরা হয় নিশীথের হাস্নাহেনা

ভালবাসি বলেই বলছি-
আমার রাতের সমান দুরত্বে চলে যাও
যে সব রাতের বারান্দায়
তুমি বড্ড বেশি দুধেল জোছনা

এবার একটু দূরে যাও
কাছে এলে দূরত্বরা বেড়ে যায়।

বিবেকের যবনিকা পাত
শাহানাজ শিউলী

হারিয়ে যাচ্ছে বিবেক নিশীথ নির্জনতায়
ঘনিয়ে এসেছে দেয়াল পঞ্জিকার লাল তারিখটা।
নৈঃশব্দের পথ বেয়ে তার পিপাসিত বুকটা ক্রমেই
শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে।
ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে
এগিয়ে যাচ্ছে মৃত আলোকে।
প্রদীপের তেলটুকু ফুরিয়ে এসেছে
ধ্বংসের বাগানে
মুক্তচেতনার পোড়া ফসলের ছাইয়ে
ঢেকে গেছে বিশ্বময়
শহরের প্রান্ত ছুঁয়ে নেমে এসেছে সন্ধ্যা
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে
বিবেকের রক্তাক্ত দেহ লাশকাটা টেবিলে।
নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিবেক
কোন ভাষা নেই,কোনো কৌতুহলী চাহনি নেই
স্থির, নির্বাক।
কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে তার মুখাবয়ব
সময়ের ঘন্টা বেজে উঠেছে
কেঁপে উঠেছে ফাঁসির মঞ্চ।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR

Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং গ্যারান্টিড গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনতে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন রোগাক্রান্ত মহিলা/পরিবারকে এনে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ল্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসক্যারেজ বা এ্যাবরশন না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea NYSSCPA



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:

southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com

(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ংঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।

ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।

যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।

ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।

Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.

যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।

যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-

স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.

Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or

email: kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.

Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.

আখিরাত অধিবাসীদের আফসোস

জাফর আহমাদ

বিভীষিকাময় হাশরের ময়দান। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। মানুষ পঙ্গপালের মতো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উর্ধশাসে দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোথাও সামান্যতম ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না। একটু পানির জন্য মানুষের প্রাণ উষ্ঠাগত হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ করার পর যখন মানুষ আখিরাতের জীবন শুরু করবে তখন দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সে জন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। সেদিন সে বুঝতে পারবে, নবীগণ ও তাঁদের মিশনের দায়িত্বশীল তাকে যা কিছু করতে বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামী করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কি লাভ? সেদিন বুঝে কোন লাভ নেই। কারণ মৃত্যুর পরবর্তি জীবন শুধুই হিসাব আর হিসাব। দুনিয়ার জীবনই একমাত্র উপার্জনের জায়গা।

"সেদিন মানুষ বুঝবে কিন্তু তার বুঝতে পারায় কি লাভ? সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম।"(আল ফযর:২৪) অর্থাৎ নবী ও তাদের অনুসারীদের দাওয়াত গ্রহণ করে সঠিক কর্মনীতি অনুসরন করতাম তাহলে আজ কতই না ভালো হতে। সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সে জন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। সে বুঝবে নবীগণ তাকে যা বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামী করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কি লাভ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দুটি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।'(সুরা নাবা:৪০) অর্থাৎ দুনিয়ায় জন্মই না হতো অথবা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতাম এবং আবার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হতো।

"আর যার আমলনামা তার বাঁম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো।"(সুরা আল হাক্কাহ:২৫) সুরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে "আর যাকে পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।" সম্ভবত এভাবে অপরাধীর প্রথম থেকেই তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকবে। তার আমলনামায় কি আছে তাও ঠিকঠাক তার জানা থাকবে। তাই সে অত্যন্ত অনচ্ছা সত্ত্বেও বাঁম হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সংগে সংগেই নিজের পেছনের দিকে লুকিয়ে ফেলবে যাতে কেউ তা দেখতে না পায়। হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যে আমার হাতে আমলনামা দিয়ে সবার সামনে লাঞ্জিত ও অপমানিত না করে বরং শাস্তিটা দিয়ে দিলেই ভালো হতো। "হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম।"(সুরা ফুরকান:২৮) দুনিয়ার জীবনের যারা অসৎ, আল্লাহ বিমুখ ও বিদ্রোহী-সীমালয়ঘনকারীদেরকে নিজেদের নেতা-নেত্রী ও তাদের কর্মীবাহিনীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, তারাই তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাবে। এ ধরণের অনুসারীরাই মূলত: সেদিন এই ধরনের আফসোস প্রকাশ করবে। হায়! দুনিয়ার জীবনে যদি এদেরকে বন্ধু না বানিয়ে আল্লাহভীরু ও ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠাকারী নেতা-কর্মীদের বন্ধু বানাতাম, তাহলে আজ কতই না ভালো হতো। আজ এদের কারণে জাহান্নামের অধিকারী হতে হচ্ছে। পরিবর্তি আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের স্বীকৃতি তুলে ধরেছেন।"তার প্ররোচনায়র কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"(সুরা ফুরকান:২৯)

"যেদিন তাদের চেহেরা আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে "হায়! যদি আমরা আল্লাহ আনুগত্য করতাম ও রাসুলের আনুগত্য করতাম।"(সুরা আহযাব:৬৬) দুনিয়ার জীবনে তারা মূলত: আল্লাহ ও তার রাসুলের অনানুগত্য বাদ দিয়ে তাদের বিপদগামী নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য করেছিল। যা পরবর্তি আয়াতে তারা ব্যক্ত করেছে। "আরো বলবে," হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।(সুরা আহযাব:৬৭) আখিরাতে বিপদগামী লোকদের নেতা-নেত্রীরা তাদের কর্মীবাহিনীকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন," যখন যে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।"(সুরা যখরুপ:৬৭) শুধুমাত্র মুত্তাকীদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব টিকে থাকবে যা পৃথিবীতে নেকী ও আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য সব বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে। আজ যারা গোমরাহী জুলুম-অত্যাচার এবং গোনাহের কাজে একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী কাল কিয়ামতের দিন তারাই একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে এবং নিজেকে রক্ষার প্রচেষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়েটি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বার বার বলা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই পৃথিবীতেই ভালোভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে সক্ষম হয় যে, কোন প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া ধ্বংসকর।

"জালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে "হায়! যদি আমি রাসুলের সহযোগী হতাম।"(সুরা ফুরকান:২৭)

রাসুল সা: যেই জীবন ব্যবস্থা সহকারে প্রেরিত হয়েছেন সেই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যদি শরীক হতে পারতাম। তাহলে আজ এই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

" যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, "হায়! যদি এমন কোন উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।"(সুরা আনআম:২৭) এরা হাশরের মাঠে আফসোস করবে এবং নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে। কিন্তু কিয়ামত এমন একটি দিবসের নাম যেখানে শুধু হিসাবের পালা। সেটি আফসোস, স্বীকৃতি ও অনুধাবনের জায়গা নয়। সুতরাং সেখানে এগুলো তাদের কোন উপকারে আসবে না। বরং আফসোস, স্বীকৃতি ও অনুধাবনের জায়গা হলো, দুনিয়া। দুনিয়াই হলো, আখিরাতের পূঁজি সংগ্রহের জায়গা। অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনের জায়গা আর আখিরাত হিসাব ও ফয়সালার জায়গা।

কিন্তু যারা সেদিন দুনিয়ায় ফিরার জন্য আফসোস করবে, সত্যিকারার্থে তারা ভালো কাজ করবে না। অর্থাৎ যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত দেয়া হয় তবে সেই আগের মতই মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। যেমন: পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আসলে এ কথা তার নিছক এ জন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে আবার তারা সে সবকিছুই করে যাবে যা তারা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুক। এরা বলে, জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা কেবল এ দুনিয়ার জীবনটুকুই এবং মরার পর আমাদের আর কোনক্রমেই উঠানো হবে না।"(সুরা আনআম:২৮-২৯)

"হায়! যদি আমিও তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।"(সরিা নিসা:৭৩) কিছু লোক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করতো। যুদ্ধে যদি পরাজয় হতো তখন তারা বলতো, আল্লাহ আমার উপড় অনুগ্রহ করেছেন। আর যুদ্ধে জয় পেলে তারা আফসোস করে উল্লেখিত কথা বলতো। আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী লোকদের কাজ নয়। এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারার কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিজেদের পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভবনা ও সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদেও একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদেও রব যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের ত্যাগ কুরবানী বিফল হয়ে গেলেও আখিরাতেও যেন বিফল না হয়।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center



Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের ধরতে আমিই (শেষ পৃষ্ঠার পর)

ডিপোর্টেশন বিষয়ে আরো তথ্য প্রদান করা হবে। অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের নির্বাসনে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা হবে। তবে যারা বৈধ ইমিগ্রান্ট যেমন যারা এসাইলাম প্রার্থী তাদের পাশে থাকব। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে ক্রাইমের অভিযোগ আছে এমন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য আমিই প্রথম ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইস এজেন্টদের কল করব।এদিকে গভর্নরের বক্তব্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন ইমিগ্রেশন এডভোকেসি গ্রুপগুলো। এ প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের প্রেসিডেন্ট মুরাদ আওয়াদেহ গণমাধ্যমকে জানান, গভর্নর হকুল ট্রাম্পের কার্ড নিয়ে ডেঞ্জারাস গেম খেলছেন। আমরা এর আগে আর কখনোই অলবেনির লিডারশিপ নিয়ে এভাবে চিন্তিত হইনি। এক বিবৃতিতে মুরাদ আওয়াদেহ বলেন, আমরা চাই নিউইয়র্কের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধি ইমিগ্রান্টদের রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন।জ্যাকসন হাইটস থেকে নির্বাচিত এসেম্বলিউয়োম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ একটি বিল তুলেছেন অলবেনিতে। এই বিলটি হলো ইমিগ্রান্টরা যাতে ইমিগ্রেশন কোর্টে যাওয়ার অধিকার পায় সেই মর্মে। বিলটি পাশের অনুরোধ জানিয়ে তিনি গভর্নরকে বলেন, আপনার মনে রাখা উচিত ইমিগ্রান্টরা এখানে এসেছে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। তিনি বলেন, আমি জানি গভর্নর আমাদের নেবারহুডের আইন মান্যকারী আনডকুমেন্টেডদের কথা ভাবেন না। মাইগ্রেশন পলিসি ইন্সটিটিউটের গবেষণা অনুসারে গত জুলাই মাস পর্যন্ত নিউইয়র্ক স্টেটে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টের সংখ্যা ছিল ৮৩৫,০০০। পক্ষান্তরে একই সময়কালে সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজের তথ্য অনুযায়ী আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কিং পিপলএর সংখ্যা ৪৭০,০০০। অন্য একটি সূত্র, ইন্সটিটিউট অব ট্যাক্সেশন এন্ড ইকোনমিক পলিসির হিসাবে নিউইয়র্ক স্টেটে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টের সংখ্যা ৬৭৬,০০০। আর নিউইয়র্ক সিটির নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী এই সিটির আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্ট জনসংখ্যা ৪৭৬,০০০।

এখন অপেক্ষা ! (শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন। ৫ নভেম্বরের পর বাংলাদেশে চিন্ময় মহাপ্রভূর হঠাৎ দজাগরনদ, ঘটনা পরম্পরায় তার গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে এক আইনজীবি খুনের জের ধরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের গভীর উদ্বেগ, পশ্চিমবঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া, হুমকী-ধমকী সর্বোপরি ট্রাম্প-বাইডেনকে লেখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী ভারতীয় এবং বংশোদ্ভূত হিন্দু সম্প্রদায়ের চিঠিতে মনে হচ্ছে চিন্ময় মহাপ্রভূ শুধু বাংলাদেশ ইসকন না গোটা বিশ্বের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক মহান নেতা। সেই নেতা আটক ড: ইউনুসের ফাটকে! এখন দেখার অপেক্ষা!

বড়দিনের কেনাকাটায় ১১'শ কোটি (শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিনতে দোকান খোলার আগেই লম্বা ভিড়। ব্ল্যাক ফ্রাইডে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শীতকালীন কেনাকাটা শুরু হয়। সে জন্য ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে দোকানগুলো কী ছাড় দিল এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোই-বা কী ছাড় দিচ্ছে, তা তুলনা করতে মানুষ ব্ল্যাক ফ্রাইডে থেকে দোকানে ভিড় করেন। থ্যাংকস গিভিংয়ের পরের শুক্রবার বিশেষ মূল্যছাড়ের উৎসব চলে দেশজুড়ে। থ্যাংকসগিভিং থেকে শুরু করে বড়দিন পর্যন্ত কেনাকাটার জন্য ২৬ দিন হাতে আছে ক্রেতাদের। বাজার বিশেষজ্ঞদের আভাস, এবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১১শ' কোটি ডলারের পণ্য বিক্রি হতে পারে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। এবার সশরীরে কেনাকাটায় যোগ দিতে পারেন আট কোটি ৫৬ লাখ ক্রেতা, যা গত বছর ছিল সাত কোটি ৬০ লাখ। যদিও ক্রেতারা বলছেন, ভিড় আগের তুলনায় খানিকটা কমই। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ভোক্তা ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ, যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে খুচরা ব্যবসা। তবে, ২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমদানি পণ্যে নতুন শুল্ক আরোপ করলে দাম বাড়ার আশঙ্কা করছে ক্রেতারা। ব্ল্যাক ফ্রাইডের ছাড় এই মুহূর্তে কিছুটা স্বস্তি দিলেও ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতির শঙ্কা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রেতারা এখন থেকেই সাশ্রয়ী কেনাকাটার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেষ্টা করছেন।

এক স্লিপ (শেষ পৃষ্ঠার পর)

আসলে এসব অনুষ্ঠানের বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে 'আমেরিকান স্টাইল'-এ অনুষ্ঠান করা উচিৎ। যেমন অনুষ্ঠানে ষ্টেজ থাকবে, থাকবে না কোন মঞ্চ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি সহ সকল অতিথি মঞ্চের সামনে বসবেন এবং একে একে সবাই বক্তব্য রাখবেন। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা যেতে পারে।
০১ ডিসেম্বর ২০২৪

ব্রঙ্কসে কিশোরের বন্দুকের গুলিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
বেলা পৌনে ৩টার দিকে ব্রঙ্কস কাউন্টি হল অফ জাস্টিসের ঠিক নীচে কনকোর্সের পূর্ব ১৬১ তম স্ট্রিট এবং মরিস অ্যাভিনিউয়ের কোণের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
৪৪তম প্রিসেঙ্কট পুলিশ জানিয়েছে, ২৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর নিজের হাতে থাকা বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়ে। ২৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বুকে বিদ্ধ হয় গুলিটি। কিশোর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে তাড়া করে পূর্ব ১৫৬তম স্ট্রিট এবং কোর্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে ধরতে সক্ষম হোন।
এদিকে এমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস টিম গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে আহতবস্থায় লিংকন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীণ অবস্থায় ওই ব্যক্তি মারা যান। পুলিশ নিহত ব্যক্তি ও গ্রেপ্তার কিশোরের নাম পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে কি কারণে এ ঘটনা ঘটেছে সেটি তদন্তনাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে কামরুজ্জামানের প্রশ্ন

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার মায়ের জন্য আবেদন করেছি। আমার বাবা জীবিত নেই। সে কারণে আমার মা বাংলাদেশে খুব নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। আবার আমিও আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান এ ব্যাপারে আমি দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি বলে আপনার কাছে আমার এই লেখা। বিষয়টি হচ্ছে শারীরিক সমস্যার কারণে আমি দীর্ঘদিন যাবত বেশি কাজ করতে পারি না। এ কারণে আমাকে ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে আমার এক বন্ধু। সাংসারিক দুরবস্থা কাটানোর জন্য এটি নাকি আমি গ্রহন করতে পারি। আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আমার সাংসারিক এই অবস্থায় আমি কি ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করতে পারি? এ ব্যাপারে আমার জানার আরো একটু বিষয় আছে আর তা হচ্ছে যে আমি যদি ডিস্টার্ব গ্রহণ করি তাহলে মায়ের এদেশে আসার জন্য সমস্যা হবে কি?

কামরুজ্জামানের প্রশ্নের উত্তর

সব সময় আমাদের প্রথমেই জানা দরকার যে একজন ইউএস র্সিটিজেন কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন। একজন ইউএস নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়র জন্য আবেদন করতে পারেন।

১। স্পাউস (স্বামী/ স্ত্রী)

২। সন্তান ২১ নিম্ন, ২১ উর্দ্ধ

(বিবাহিত এবং অবিবাহিত) সন্তান।

৩। মা বাবা এবং।

৪। ভাই বোন।

আপনি একজন ভার্সিটি যান বলে আপনি



আপনার মায়ের জন্য আবেদন এখন আপনার জানার বিষয় হচ্ছে ফুড স্টাম গ্রহণ করলে এ ব্যাপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে কিনা?

এ ব্যাপারে একটি উত্তর হচ্ছে ফুড স্টাম্প এর জন্য তারাই উপযোগী যাদের উপার্জন খুব কম স্বল্প উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা কারো জন্য স্পন্সর করলে তাকে সক্ষমভাবে স্পন্সর করতে হবে। ইউ এস সিটিজেন দা ফুড স্টাম্প সহ অন্যান্য যেসব সুবিধা রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন এজন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কথা নয় তবে যিনি সরকারি সহায়তা গ্রহণ করেন তিনি তার পরিবারের কোন সদস্যের জন্য আবেদন করতে পারেন না। অবশ্য নির্ধারিত উপার্জনের সমপরিমাণ উপার্জনক্ষম হলে তাকে যুগম স্পন্সারশিপ গ্রহণ করতে হয়।

আপনি আপনার এজন্য আবেদন করেছেন সে কারণে প্রয়োজন বোধে ফুড স্ট্যাম্প গ্রহনের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে আলোচনা করা শ্রেয়।

নিউ ইয়র্ক থেকে মকবুল হোসেনের প্রশ্ন

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার আবেদনে আমার স্ত্রী গ্রীন কার্ডধারী হিসেবে এ দেশে এসেছে। বাংলাদেশে তার মা বাবা ভাই বোন বসবাস করে। সে এখানে আসার পর বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মা-বাবা ও পরিবারের জন্য আবেদন করতে চায়। আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রীন কার্ডধারী হিসেবে সে বাংলাদেশ বসবাসকারী তার মা-বাবা আত্মীয়র জন্য আবেদন করতে পারেন কিনা?

এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

মকবুল হোসেনের প্রশ্নের উত্তর :-

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার একজন গ্রীন কার্ড ধারী কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন একজন গ্রীন কার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন।

১। স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী)

২. ২১ এর নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

উল্লেখ্য যে গ্রীন কার্ড ধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তান মা বাবা এবং ভাই বোনের জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না সুতরাং ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনি একজন সিটিজেন বলে আপনি আপনার এসপাউজ ২১ নিম্ন এবং একুশ উর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান মা বাবা এবং ভাই-বোনদের জন্য আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে আপনি ইউএস সিটিজেন বলে আপনি উল্লেখিত আপনার আত্মীয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী একজন গ্রীণকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মা বাবা এবং আত্মীয়দের জন্য আবেদন করতে পারেন না।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমাদের পুলিশ

আজিজুর রহমান | (শেষ পর্ব)

আমাদের পুলিশ শিরোনামে আমার এই লেখাটি আজ সপ্তম পর্বে তুলে ধরলাম। একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে আমাদের পুলিশ বলা আমার বা নাগরিকদের গর্ব ও লক্ষ্যের ব্যাপার। যেমন রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষা ও রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যে বাহিনী সদাতৎপর এবং যাদেরকে বলা হয় জনগণের বন্ধু তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও আস্থার প্রতীক হিসেবেই আন্তরিকতার সহিত 'আমাদের পুলিশ' নামে এই সম্বোধন যা এখনো আছে এবং থাকবে।



মূলত: এই পুলিশ বাহিনীই হচ্ছে সুদিনে দূর্দিনে নাগরিক ও রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি বা ফোর্স। এমনই অবস্থায় আমরা যখন ব্যতিক্রম দেখি বা অনুভব করি তখনই রাষ্ট্রের নাগরিক বা জাতি এ নিয়ে ভাবে। ভাবনার বিষয় কেনো এমন হলো বা হচ্ছে?

কেনো নাগরিকের প্রতি এমন আচরণ? যে আচরণ ক্ষেত্রবিশেষে অমানবিক ও নিষ্ঠুর। এসব আচরণের কারণও আবার সাধারণের দৃষ্টিতে অনুধাবন করা আজকাল খুবই সহজ। কারণ, সেই বৃটিশ আমল থেকেই মানুষ পুলিশ ও পুলিশ বাহিনীর তৎপরতা দেখে আসছে। অতীতকালে দেখেছে মজলুমের প্রতি পুলিশ বা পুলিশ বাহিনীর অফিসাদের সহানুভূতি এবং অন্যায় অসততার বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ়তা।

যদিও সেসময়ে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বা তৎপরতা ছিলো কিন্তু তা আজকালকার মতো এমন নোংরা নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্য চিত্র বা চরিত্রে ছিলো না। যার কিছু চরিত্র চিত্র আমার লেখা গত সংখ্যাগুলোতে তুলে ধরে হয়েছে। এ থেকে অতীত দিনের পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ পদের অফিসারদের দৃঢ়তা ও মহানুভবতা সম্পর্কে আশা রাখি সামান্য কিছু হলেও জানার সুযোগ হয়েছে। সুযোগ হয়েছে অনেক পুলিশ অফিসারের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার নিজের নিয়মতান্ত্রিক সুদৃঢ় অবস্থান ও চরিত্র সম্পর্কে। সেসময়কার অনেকেই পুত পবিত্র জীবন যাপনেও অভ্যস্ত ছিলেন।

তাই এমনি অবস্থায় নাগরিকদের ভাবনা উত্তরাধিকারের চরিত্র ও কর্মে এ কোন দৈন্যদশা। নৈতিক, চারিত্রিক বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেনো আজ এই চরম অধঃপতন ও অনিয়ম। এসব অধঃপতন ও অনিয়মের উত্তর কিন্তু সাধারণের ভাবনায় খুবই সহজ। আর তা হচ্ছে ব্যক্তিত্বহীন, অফুরান লোভী এবং বোধ বিবেকহীনদের পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিসাবে নিয়োগ দান ও দায়িত্ব প্রদান।

পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে ইদানিং আরো ও জটিলতা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নিয়োগ দানে রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুবিধা ও স্বার্থ বিবেচনা। ক্ষমতাসীন দল তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যোগ্যতার চেয়ে দলীয় বিবেচনায় এ বাহিনীতে নিয়োগ দিয়ে থাকে।ম আর এসব অযোগ্য বোধ বিবেকহীন দলীয় মাস্তান রাষ্ট্রের পুলিশ আদর্শের বিপরীতে দলীয় মাস্তানে রূপ ধারণ করে। তারা তাদের দল ক্ষমতায় রাখা এবং দলের নিয়োগ দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হয় বেপরোয়া। তারা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভুলে যায় তাদের মূল অবস্থান আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কথা। তারা তৎপর হয় দলীয় স্বার্থে নাগরিকদের মত প্রকাশে বাধাদানের কৌশল ও কঠোরতায়। আর এমনই ভাবে ক্রমে ক্রমে রূপ ধারণ করে কঠিন বর্বতার। প্রতিবাদী নাগরিকদের আওয়াজ এবং জীবন হয় শংকাজনক। এর প্রমাণ আমাদের অগাস্ট বিপ্লব এবং বিপ্লব প্রতিরোধে দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর কিছু কিছু দলীয় হার্মাদের নিষ্ঠুর আচরণ।

আমরা গভীরভাবে যদি পিছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের পুলিশ বাহিনী অতীতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে এমন নির্মম ছিলো না। যে দৃশ্য আমরা এ স্বাধীন দেশে বেশদিন থেকে দেখছি ও দেখতে পারতেছি।

আমরা যেমন অতীত দিনের পুলিশ বাহিনীর আইজিপি ও এসপি চরিত্র দেখলাম তেমনি, আজকের দিনের আইজিপি ও এসপি চরিত্র দেখছি। আবদুল খালেক, ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ই ইউ চৌধুরী), মোদাব্বীর হোসেন চৌধুরী চরিত্র দেখলাম তেমনি, এসময়ের শহীদুল বেনজির ও আব্দুল্লাহদের দেখলাম।

আমরা যেমন অতীত দিনের এসপি মোজাম্মেল আলী চৌধুরী, মোস্তানশিরুর রহমান চৌধুরী (এম আর চৌধুরী এবং দেওয়ান হাফিজ উদ্দিনকে দেখলাম তেমনি দেখলাম বর্তমান সময়ের নির্মম নিষ্ঠুর মনিরুল ও বর্বর হারুনদের। এভাবেই দলীয় নিয়োগে রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবন তছনছকারী বর্বরদল জাতির জীবনে এক সময়ে ভয়ানক রূপে অভিভূত হয়। আর এভাবেই দেশের প্রয়োজনীয় এবাহিনী এবং নাগরিকের বন্ধু হয়ে যায় প্রায় ক্ষেত্রে ভয়ংকর ও ব্যর্থ। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচয় হয়ে যায় ব্যর্থ রাষ্ট্রে। এমতাবস্থায় বিপ্লব পরবর্তী সময়ে নাগরিকদের প্রত্যাশা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার সাধন।

গত সময়ের অনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং বর্তমান সময়ের বিপ্লবী চেতনায় সংশোধিত পুলিশ সদস্যদের সাথে নতুন করে জনবল নিয়োগ দিয়ে একটি শক্তিশালী আদর্শবান পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের দাবী।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর অবস্থান নাগরিকদের কাছে হতাশার। তাই রাষ্ট্র সংস্কারের মূল উদ্যোগ এর সাথে রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সংস্কার প্রয়োজন বলে নাগরিকদের প্রত্যাশা। এসময়ে প্রয়োজন পুলিশ বাহিনীর জন্য রাষ্ট্রীয় আইন, আদর্শ ও নৈতিকতার আলোকে নতুন করে নিয়ম নীতি প্রণয়ন।

আমরা নাগরিকদের বিশ্বাস একটি সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীই হতে পারে একটি সুন্দর দেশ সমাজ সৃষ্টির সহায়ক শক্তি। যা উন্নত দেশগুলোর সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লব পরবর্তী সময়ে দেশের মজলুম নাগরিকদের আশা ও বিশ্বাস বর্তমান 'বিপ্লবী সরকার' রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে প্রিয় জন্মভূমিকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপে দিতে সচেষ্ট ও সফল হবে।

নাগরিকদের বিশ্বাস বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, দেশের কৃতিসন্তান, নবেল লরিয়েট ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণে এ ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করে জাতিকে নতুন পরিচয় দানে সফল হবেন। (চলমান)





থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে যুদ্ধবিরোধীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সেলিব্রেট জেনোসাইড' 'ফ্রি প্যালেস্টাইন অর্থ্যাৎ "গণহত্যা উদযাপন করবেন না', 'ফিলিস্তিন মুক্ত করো' এমন লেখা বড় ব্যানার নিয়ে সড়কে বসে পড়েন বিক্ষাভকারীরা। এ সময় তারা যুদ্ধবিরোধী নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

এ সময় সড়কে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে প্যারোডে অংশ নেওয়া একজন চিৎকার করে বলতে থাকেন 'ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার চেয়ে আমরা ব্লু বেলুনের আগমনে বেশি আগ্রহী'।

পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল যাতে না হয় তখন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকালে তারা সেখানে 'ফিলিস্তিন মুক্ত করো' এমন স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ তখন সেখান থেকে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ২৫ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ বলেছে, বিক্ষোভকারীরা বৃহস্পতিবার চলমান দ্বিতীয় বছরের জন্য ম্যাসির থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেড ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। এজন্য পুলিশ দ্রুত প্রায় ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

এসময় অন্যান্য বিক্ষোভকারী সেখান থেকে সরে যায়। তারা কুইন্সবোরো ব্রিজে অবস্থান নিয়ে "গণহত্যার" নিন্দা করে এবং 'মুক্ত প্যালেস্টাইন' বলে ব্যানার ঝুলিয়ে প্রতিবাদ করছিলো।

নিউইয়র্ক সিটি হলের মুখপাত্র কায়লা মামেলাক এই বিঘ্নকে "অসম্মানজনক" বলে অভিহিত করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "বিদেশে একটি সংঘাতের প্রতিবাদ করার জন্য নিউইয়র্ক সিটির থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে বাধা দেওয়া অসম্মানজনক"।

ব্রুকলিনের একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'এটা বিরক্তিকর।" "শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার সময় এবং স্থান রয়েছে, কিন্তু থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেড চলছে এমন সময় এবং স্থানে এটি করা ঠিক নয়। এটি এমন একটি দিন যা নিউইয়র্কের প্রতিটি পরিবারগুলি উপভোগ করতে পারে।'

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভোটের ব্যবধানে সেলিম-আলী প্যানেল ১৯টি পদেই বিজয়ী হয়।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি: আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি: মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি: কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক: আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ: মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক: ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক: অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক: রিজু মোহাম্মদ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সমাজকল্যাণ সম্পাদক: জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক: আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক: হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদিক, আবুল কাশেম চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, হারুন চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ ইহুদি ফিলিস্তিনের পক্ষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া আর ফিলিস্তিন দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে ইসরায়েল। অন্যদিকে বিদেশে বসবাসকারী ইহুদি যুবকদের মধ্যে বাড়ছে ফিলিস্তিন ও হামাসের প্রতি সমর্থন।

এতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী মার্কিন-ইহুদি তরুণদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে।

এ জরিপ পরিচালনা করেছে ইসরায়েলের প্রবাসীকল্যাণ ও ইহুদি বিদ্বেষ মোকাবিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জরিপের ফলাফলে উল্লেখ করা হয়, 'আমি হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল' এ বক্তব্যকে 'সমর্থন' বা 'কড়া সমর্থন' দিয়েছেন ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ মার্কিন-ইহুদি তরুণ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী ইহুদি তরুণদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ হামাসের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

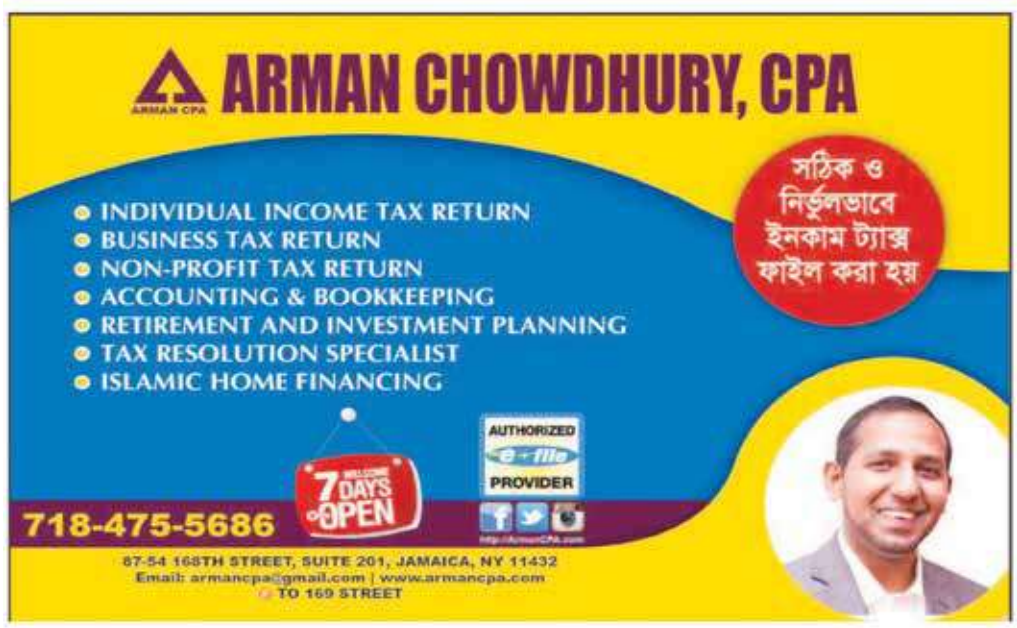
জরিপে বলা হয়, আমেরিকান-ইহুদি তরুণদের ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ মনে করেন যে গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী ইহুদি তরুণদের মাত্র ১০ শতাংশ এমনটা মনে করে।

আরিকান-ইহুদি তরুণদের উল্লেখযোগ্য অংশ শুধু যে হামাসের প্রতিই সহানুভূতিশীল তা নয়, তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ তরুণ সার্বিকভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের ব্যাপারেও সহানুভূতিশীল।

গাজাভিত্তিক জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, 'অবকাঠামোর যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয়েছে, তা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে একটি ভবনও নেই যেখানে ইসরায়েল হামলা চালায়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃত অর্থেই এ অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেখানে আগে পাহাড় ছিল না, এখন সেখানে পাহাড় হয়ে গেছে। দুই হাজার পাউন্ডের বোমাগুলো আক্ষরিক অর্থেই এ অঞ্চলের মানচিত্র বদলে দিয়েছে।'









Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের লাল গালিচায় সংবর্ধিত হলেন সেলিম-আলী পরিষদ



(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আয়োজন করা হয় নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসে। কমিউনিটির বিশিষ্টজন, বাংলাদেশ সোসাইটি এবং আয়োজক সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এবং সুধীজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ট্যারেস হলের অনুষ্ঠানস্থল বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।
জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে লালগালিচা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সাবেক সভাপতি সেলিম -আলী পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আজমল হোসেন কুনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান বোর্ড অব এডিটর সাপ্তাহিক ঠিকানা ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন, সেলিম -আলী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব শাহ নেওয়াজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার
বাকি অংশ ০৭ পৃষ্ঠায়















সফলতার ২৮ বছর
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১১ : সোমবার, অগ্রহায়ণ ১৭ ১৪৩১ / জমাদিউল আউয়াল ২৯, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 11, December 2, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.

অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের ধরতে আমিই আইস এজেন্টদের কল করব



গভর্নর ক্যাথি হকুল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য আমিই প্রথম আইস এজেন্টদের কল করব বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হকুল। মঙ্গলবার কুইন্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি গণমাধ্যমকে এ কথা বলেন।
এসময় তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ গ্রহণের আগেই তার অফিস থেকে গণ
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম

এখন অপেক্ষা !



তুলশী গাবার্ডকে খেপিয়ে তোলার জন্য কেউ যথেষ্ঠ গ্রাউন্ডওয়ার্ক করে দিলো কি! বোঝার চেষ্টা করছি ইউনুস সরকারে এই 'মাস্টার মাইন্ডটা' কে বা কারা! আসলে বোঝা দায় নানা মতের নানা মতলবের এই ককটেল সরকারে কে কোন গেম খেলছে!
হাউজের অনুমোদন পেলে তুলশী হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক। তার অধীনে থাকবে সিআইএ এফবিআই ডিফেন্স আর্মি নেভী এয়ারফোর্স সহ ১৭টা গোয়েন্দা সংস্থা। এবং তুলশী গাবার্ড হচ্ছেন একজন প্রাক্টিসিং হিন্দু ও ইসকন সদস্য বা ভাবাপন্ন।
ভোটের মধ্যেই হিন্দু ভোট টানতে ট্রাম্প সাহেব এক দফা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে উদ্বেগ
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের লাল গালিচায় সংবর্ধিত হলেন সেলিম-আলী পরিষদ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি বিজয়ী সেলিম-আলী পরিষদকে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক এবং সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্। গত ২৫ নভেম্বর সোমবার রাতে জমকালো এ অনুষ্ঠানের
বাকি অংশ ৭ ও ৩১ পৃষ্ঠায়

বড়দিনের কেনাকাটায় ১১'শ কোটি ডলার বাণিজ্যের আভাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক ফ্রাইডের মধ্য দিয়ে শুরু হলো বড়দিনের কেনাকাটার মৌসুম। বাজার বিশেষজ্ঞদের আভাস, এবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১১শ' কোটি ডলারের পণ্য বিক্রি হতে পারে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।
বিক্রেতারা জানান, মাঝের ২৬ দিনে কেমন বিক্রি হবে, সেটাই বলে দেবে ব্ল্যাক ফ্রাইডে। থ্যাংকসগিভিং হলিডের পর ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দোকানগুলো পুনরায় খুললে ক্রেতাদের ভিড় জমে। আকাশ ছোঁয়া মূল্যস্ফীতির মধ্যেও ব্ল্যাক ফ্রাইডে'র মূল্যছাড়ের শতভাগ সুযোগ নিতে দোকানে ছুটে যাচ্ছেন ক্রেতারা। বিশাল মূল্যছাড়ে পছন্দের পণ্য
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে মিট দ্য প্রেস

'ডিজিটাল বাংলা ট্রাভেলস' এর ঢাকা অফিসের উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সুপরিচিত 'বাংলা ট্রাভেলস'-এর ঢাকা অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে। দিনরাত ২৪ ঘন্টা সেবার অঙ্গীকারে 'ডিজিটাল বাংলা ট্রাভেলস' নামে ঢাকার বনানীস্থ বাড়ি-৯, রোড ১৭, ব্লক ই ঠিকানায় গত ৭ নভেম্বর 'ডিজিটাল বাংলা ট্রাভেলস' নামে এই নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকার অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সোমবার (২৫ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলা ট্রাভেলসের কর্ণধার বেলায়েত
বাকি অংশ ৩ পৃষ্ঠায়

থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে যুদ্ধবিরোধীদের বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার ২৫

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে ম্যাসির থ্যাঙ্কসগিভিং ডে প্যারেডে যুদ্ধবিরোধীদের বিক্ষোভ চলাকালে প্যারেডে বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে এনওয়াইপিডি পুলিশ। সিটির ম্যানহাটনের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের ৫৫তম স্ট্রিটে প্যারেড যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদ চলাকালে এ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এতে প্যারেডে কুচকাওয়াজে ৫ মিনিটের বিঘ্ন ঘটে। খবর নিউইয়র্ক পোস্টের।
নিউইয়র্ক পোস্টের ওই রিপোর্টে বলা হয়, ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের ৫৫তম স্ট্রিটে 'ডোন্ট
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক নির্বাচিতদের অভিষেক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী ১৬ ডিসেম্বর সোমবার উডসাইডের তিব্বতী কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে সোসাইটির সবর্শেষ কার্যকরী কমিটির সভায় সিনিয়র সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহবায়ক, মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিব ও ফারহানা চৌধুরীকে প্রধান সমন্বয়কারী নির্বাচিত করে একটি অভিষেক উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর রবিবার বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে বিপুল
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ১৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির অনুষ্ঠানের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনী অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথির সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। প্রধান অতিথি থেকে শুরু করে গ্রেস্ট অব অনার, বিশেষ অতিথি, স্পন্সর অতিথি প্রভৃতি নামের নানান অতিথি। আর এসব সম্মানিত অতিথিদের সাথে সংশ্লিস্ট সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা, উপদেষ্টাদের আসন বসাতে অনেক সময় মঞ্চে আর জায়গা হয় না। ফলে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বা দেখা যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান উপস্থাপক বা কোন কোন অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে যোগ্য ব্যক্তি উল্লেখ করে সবাইকে অতিথি হিসেবে উল্লেখ করে তথাকথিত সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন।
এমন পরিস্থিতিতে সচেতন কোন কোন প্রবাসী মনে করেন
বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৩৪ জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এটিভির ষষ্ঠ আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৩৪ শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ী। রবিবার (২৪ নভেম্বর) নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়াট হোটেলের মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিনোদন জগতের সেরা তারকা শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিততে আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস পুরস্কার ঘোষণা করেন আয়োজকবৃন্দ। নিউইয়র্কে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জানান আয়োজকবৃন্দ।
পুরস্কার পাওয়া ৩৪ জন হলেন অভিনয়শিল্পী পায়েল সরকার, বিদ্যা সিনহা মিম, তানজিন তিশা, সাদিয়া জাহান প্রভা, মামনুন হাসান ইমন, নিরব হোসেন, আবদুন নূর সজল,
বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ ইহুদি ফিলিস্তিনের পক্ষে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় অব্যাহতভাবে ইসরায়েল হামলার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদে চালিয়ে আসছে খোদ ইসরায়েলের নাগরিকদের একটি অংশ। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুলসংখ্যক ইহুদিও ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জরিপের তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, একদিকে ইহুদিবাদ ছড়িয়ে
বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়


GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিন্তে।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com